প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৯ ❖ ১২ - ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর সাথে ক্রুশের পথে

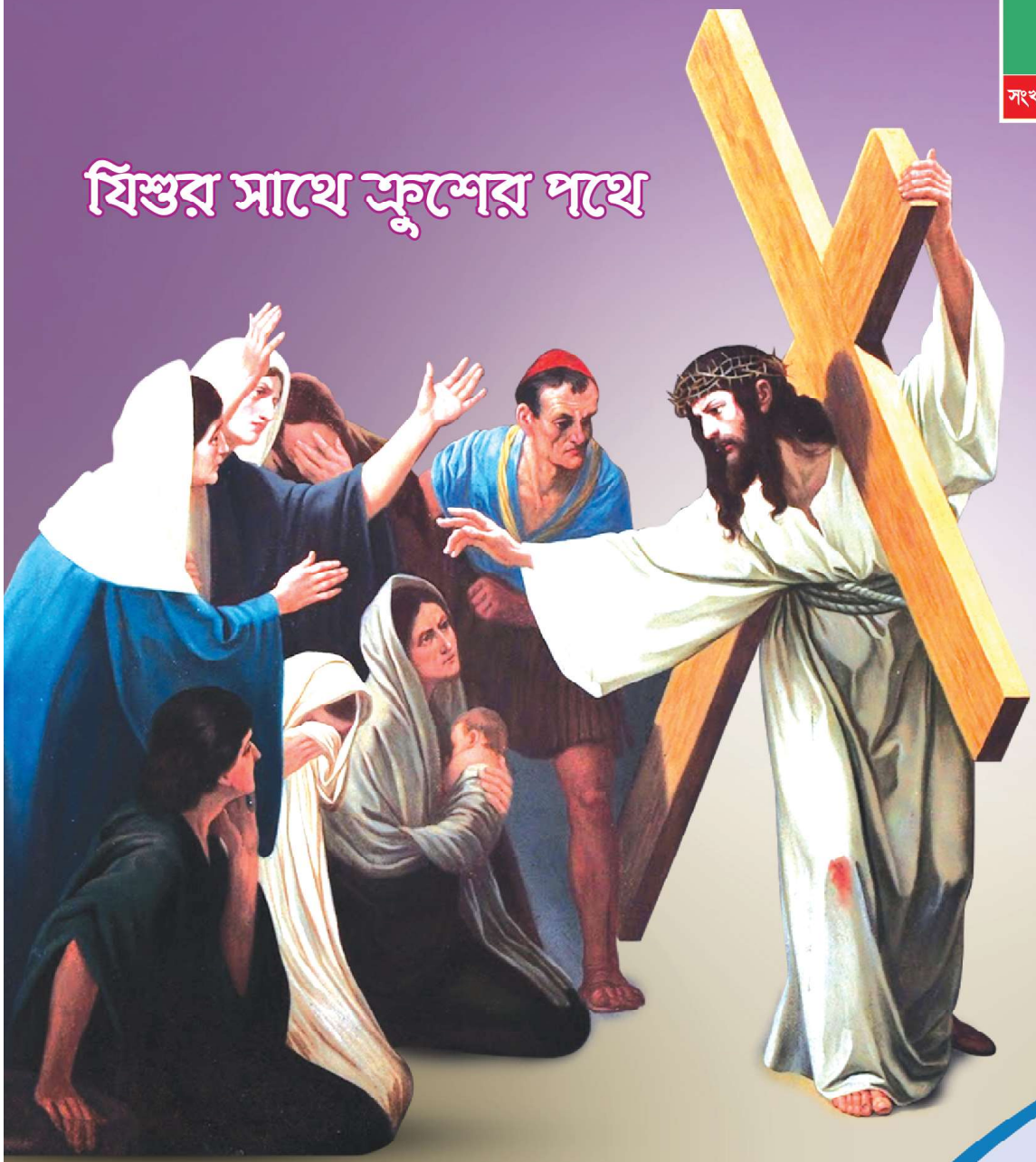

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলকে যেভাবে দেখেছি

যুবদের বিশ্বাসের তীর্থোৎসব: জাতীয় যুব দিবস

স্বর্গধামে যাত্রার ষষ্ঠ বছর

প্রয়াত অনিল পেট্রিক রোজারিও

জন্ম: ১১ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে"

দেখতে দেখতে ৬ বছর হয়ে গেল বাবা তুমি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসা ও স্মৃতির পাতায় আজও বেঁচে আছো এবং সব সময়ই থাকবে। আজও আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে, চিন্তায় এবং ভাবনায় তোমাকে অনুভব করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমার দেখানো আদর্শ এবং আলোকে ধারণ করে আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমারই সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার ভালোবাসার

স্ত্রী: সরলা রোজারিও
বড় ছেলে ও ছেলে বউ: প্রেমানন্দ রোজারিও ও প্রিয়াংকা গমেজ
মেঝ ছেলে ও ছেলে বউ: ডিলোন রোজারিও ও অলগা কস্তা
ছোট ছেলে ও ছেলে বউ: চিন্ময় রোজারিও ও লাক্সমি ক্রুজ
নাতি: এলড্রিচ পেট্রিক রোজারিও

বিজ্ঞ/৭৪/২০২৩

সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট পিয়া স্টেলা কোড়াইয়া'র

সফলতায় আমরা গর্বিত

আমাদের বড় মেয়ে পিয়া স্টেলা কোড়াইয়া দক্ষতার ও সফলতার সাথে সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হিসেবে আইন পেশায় অবদান রাখায় আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

- এডভোকেট পিয়া ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে চ্যান্সলর ও মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন গোল্ড মেডেল লাভ করে **এল. এল.বি (অনার্স)** পাশ করেন।
- তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে **এল. এল. এম.** পাশ করেন।
- ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এডভোকেট পিয়া **বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্যপদ** লাভ করেন।
- ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এডভোকেট পিয়া সর্বোচ্চ আদালত **বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে** প্র্যাকটিসের অনুমোদন লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও পেশাদারিত্ব রক্ষা করে মহান আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, দীন-দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে আইন পেশায় সেবাকাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এডভোকেট পিয়ার জন্যে সকলের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা কামনায়-
বাবা-মা: শ্যামল ও পূর্ণিমা কোড়াইয়া
স্থায়ী বাসস্থান: চড়াখোলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী ও ভাদুন ধর্মপল্লী
গাজীপুর

যোগাযোগ ঠিকানা

Judge Court Chamber
23/1, Court House Street
Rahman Mansion (Ground Floor)
Room No. 106, Kotowali, Dhaka

High Court Chamber
Room No.330 (2nd Floor)
Old Supreme Court Bar Building
Dhaka
Phone No. 01725209620, 01928576787

বিজ্ঞ/৭৬/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৯
১২ - ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৭ ফাল্গুন - ৪ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

কৃচ্ছতায় কীর্তিমান সাধারণ জীবনযাপনে দীপ্যমান

তপস্যাকালে প্রায় সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীই নিজেদের জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও মূল্যায়ন করা পূর্বক নিজেদেরকে পরিবর্তিত করতে প্রয়াসী হন। তবে এ পরিবর্তনটা হয় মন্দতা থেকে ভালোতে এবং অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার একটি যাত্রা। বিশেষভাবে তপস্যাকালের ৪০দিন এবং পরবর্তীতে সবসময়েই আমাদের এ যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। কেননা আমাদের জীবনে হঠাৎ হঠাৎ ক্ষণিক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটলেও তা অল্প সময়ে মিলিয়ে যায়। তাই আলোর পথে এ যাত্রা অব্যাহত রাখতে আলোতে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠবে। তপস্যাকালে প্রায়শ্চিত্তের সাধনায় আমাদেরকে জোর দিতে হয় ছোট ছোট কৃচ্ছতা সাধন করে ছোট ছোট বিষয়ে অন্যের মঙ্গল করা। কৃচ্ছতা আসলে আমাদেরকে সহায়তা করে আমাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে। শরীরের নানাবিধ চাহিদা মেটাতে এবং একে আরামে রাখতেই আমরা নানাপ্রকার পাপ অন্যায়-অপরাধ করে বসি। তাই যত বেশি কৃচ্ছতা সাধন করতে পারবো তত বেশি শুদ্ধ থাকতে পারবো। তপস্যাকাল আমাদেরকে কৃচ্ছতা অনুশীলন ও সাধারণ জীবনযাপন করে গরীব-দুঃখী, অভাবী ও পিছিয়ে পড়া ভাইবোনদের সাথে একাত্ম হতে সুযোগ দান করে।

তপস্যাকালের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ত্যাগ-উপবাস তথা কৃচ্ছতা সাধন, দয়াকাজ ও প্রার্থনা করা। বর্তমানের ভোগবাদ ও আনন্দবাদের এই পৃথিবীতে কৃচ্ছতা পালন করা কষ্টকর হলেও সম্ভব। কৃচ্ছতা পালন ও সাধারণ জীবনযাপন করা যেন বর্তমান সময়ে প্রাবক্তিক ভূমিকাই পালন করা। প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল যেন কৃচ্ছতা ও সাধারণ জীবনযাপনের একজন প্রবক্তা এবং একটি চিহ্ন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও স্মার্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রভুর যাজকত্বে ভূষিত হতে সবকিছুকেই করেছেন তুচ্ছ। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় নিজেকে দূরে রেখে নিমগ্ন হলেন জনগণের পালকীয় কাজে। দরদ-ভালোবাসায় নিজেকে উজার করে দিয়ে মণ্ডলীর প্রয়োজনে সর্বদাই থেকেছেন উন্মুক্ত। ঈশ্বরও তাঁর এই সেবককে উজার করেই দিয়েছেন। ঢাকার ভিকার জেনারেল থেকে বৃহত্তর দিনাজপুরের প্রথম বাঙালি বিশপ, পরবর্তীতে ঢাকার আর্চবিশপের মত মহান মহান দায়িত্ব পালন করেও তিনি ছিলেন সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও কৃচ্ছতা সাধনে এক বিজ্ঞ মানুষ।

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও বাংলাদেশ মণ্ডলীকে পরম যত্নে ২৮ বছর লালন পালন করে হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ পালক। তিনি তার বিশপীয় জীবনে যে অবদান রেখে গেছেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তার সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার ফলে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সময়কালেই স্থানীয় মণ্ডলী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে শুরু করে। মাণ্ডলিক কাজে স্থানীয় ভক্তগণের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে। যাজকদের জন্য তার সহৃদয়তা, মমত্ববোধ এবং মেষপালের জন্য পিতৃসুলভ ভালবাসা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছে সমৃদ্ধ, গৌরবান্বিত। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক ও স্পষ্টভাষী। ঈশ্বর ও মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন আর খ্রিস্টীয় আদর্শে ভক্তজনগণকে কাছে টেনে এনেছেন। কেউ ভুল করলে তিনি শাসন করেছেন কিন্তু পরক্ষণেই পিতার ভালোবাসায় তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। সকল বিশ্বাসীদেরকে একসাথে রাখতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো কঠিন হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় শাসন করে একসাথে পথচলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গোপনীয়তা রক্ষা ও সকল অবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ছিল আর্চবিশপ মাইকেলের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দরিদ্রদের কথা বিশেষ বিবেচনায় রেখে সকলকে মর্যাদা দিয়ে জীবনযাপন করতেন। ফলশ্রুতিতে অন্যমণ্ডলীর ভক্তরাও তাঁকে তাদের ভরসা ও আশ্রয়স্থলরূপে বিবেচনা করতেন। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল শুধুমাত্র একটি নাম নয়, তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস, একজন কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে থাকবেন ভক্তগণের অন্তরে।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর যোগ্য উত্তরসূরী হয়েই আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও বাংলাদেশ মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠতা ও সাহস এবং পালকীয় দরদ ও কৃচ্ছতাময় সাধারণ জীবনযাপন দেখে অনেকেই বলা শুরু করেছেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'ও একদিন সাধু হবেন। আর সে সাধুকরণের প্রক্রিয়া যেন তাড়াতাড়িই শুরু হয় এ আমাদের প্রত্যাশা॥ †

তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন। (যোহন- ৪:১০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

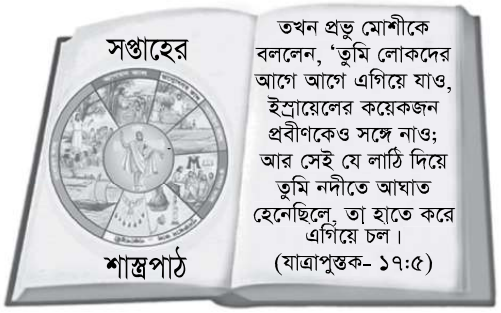

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১২ মার্চ, রবিবার
যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, রোম ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২ (সংক্ষিপ্ত ৫-১৫, ১৯-২৬, ৩৯-৪২)
(আগামী রবিবার কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহের ঘোষণা)

১৩ মার্চ, সোমবার
২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০
পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০১৩)

১৪ মার্চ, মঙ্গলবার
দানি ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৫কখ, ৬, ৭খগ, ৮-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫

১৫ মার্চ, বুধবার
২ বিব ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯

১৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরে ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

১৭ মার্চ, শুক্রবার
হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫গ-১০কখ, ১৩, ১৬, মার্ক ১২: ২৮খ-৩৪
সাধু প্যাট্রিক, বিশপ (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালক)

১৮ মার্চ, শনিবার
হোসে ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯খ, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়মনঃ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও ডুবোয়া সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)

১৪ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. ডলোরেস ম্যাক্‌নামারা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিন্স সিএসসি (ঢাকা)

১৫ মার্চ, বুধবার
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগরী ডেনিয়ার সিএসসি (ঢাকা)

১৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ সিস্টার তেরেজা গাল্লেয়ানী পিমে
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৫ সিস্টার বেনেদেত্তা মণ্ডল এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সিস্টার অত্তিলিয়া নাভা এসসি (খুলনা)

১৭ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটেনৌউড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)

১৮ মার্চ, শনিবার
+ ২০০৩ সিস্টার মলি ইমেল্ডা গমেজ এসএসএমআই (ময়মনঃ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০২০ ফাদার সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

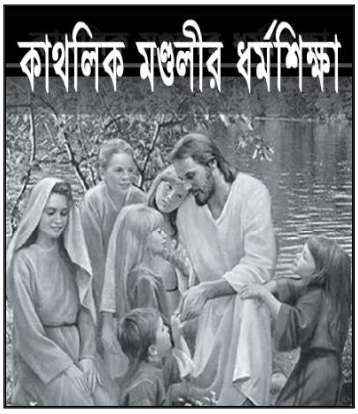

॥এ॥ দণ্ডমোচনসমূহ

১৪৮২: অনুতাপ সংস্কার সমবেত অনুষ্ঠানরূপেও অনুষ্ঠিত হতে পারে যেখানে আমরা নিজেদেরকে পাপস্বীকারের জন্য প্রস্তুত করি এবং ক্ষমালাভের জন্য সমবেতভাবে ধন্যবাদ জানাই। এখানে ব্যক্তিগত পাপস্বীকারকে ও ব্যক্তিগত পাপমোচনকে শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশসহ ঐশবাণী-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা হয়: এতে আরও থাকে সমবেত মন-পরীক্ষা, পাপক্ষমার জন্য সমবেতভাবে অনুনয়, এবং "প্রভুর প্রার্থনা" ও সমবেত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এইসমবেত অনুষ্ঠান পাপস্বীকারের মাণ্ডলিক বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। তথাপি, অনুতাপ সংস্কার যেভাবেই সম্পাদিত হোক না কেন, এটা সর্বদাই প্রকৃতিগতভাবে ঔপাসনিক ক্রিয়া, আর সেজন্যই তা মাণ্ডলিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া।

১৪৮৩: গুরুতর প্রয়োজনে, সাধারণ পাপস্বীকার ও সাধারণ পাপমোচনসহ পুনর্মিলনের সমবেত অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এ ধরনের গুরুতর প্রয়োজন সৃষ্টি হতে পারে, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা কালে যখন যাজক বা যাজকদের পক্ষে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পাপস্বীকার শোনার যথেষ্ট সময় থাকে না। গুরুতর প্রয়োজন তখনও হতে পারে, যখন অনুতাপীদের সংখ্যা এতই বেশী যে তার তুলনায় পাপস্বীকার শ্রোতার সংখ্যা অপর্যাপ্ত যার কারণে যুক্তিসম্মত সময়ের দীর্ঘ মধ্যে যথার্থভাবে ব্যক্তিগত পাপস্বীকার শুনতে পারেন না, যার ফলে অনুতাপীরা নিজেদের কোন দোষে নয়, দীর্ঘ সময়ের জন্য সংস্কারীয় অনুগ্রহ ও পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে, পাপমোচন সিদ্ধ হতে হলে সমাবেশের সময়েই ব্যক্তিগত পাপস্বীকার করার ইচ্ছা ভক্তবিশ্বাসীর থাকতে হবে। সাধারণ পাপমোচন দানের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান আছে কি-না তা যাচাই করার দায়েত্ব ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের উপর ন্যস্ত। বড় বড় পার্বণ কিংবা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে খ্রীষ্টভক্তদের বৃহৎ সম্মেলনকে এরূপ গুরুতর প্রয়োজনরূপে গণ্য করা হয় না।"

১৪৮৪: "ব্যক্তিগত, পূর্ণ পাপস্বীকার ও পাপমোচন ঈশ্বর ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য একমাত্র সাধারণ উপায়, যদি না দৈহিক বা নৈতিক কোন সম্ভাব্য কারণ এ ধরনের পাপস্বীকারে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে।" এর জন্য গুরুতর কারণ রয়েছে। প্রতিটি সংস্কার খ্রীষ্টেরই কাজ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক অনুতাপীকে বলেন, "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল"। তিনিই চিকিৎসক, তাঁর কাছ থেকে যারা রোগ নিরাময়ের প্রয়োজন অনুভব করে, তিনি তাদের প্রত্যেকেরই যত্ন নেন। তিনি তাদেরকে উত্তোলন করেন এবং ভ্রাতৃত্বের মিলনবন্ধনে তাদের পুনঃআবদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত পাপস্বীকার তাই ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের উৎকৃষ্ট প্রকাশস্বরূপ।

১৪৮৫: "সেইদিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়", যীশু তাঁর প্রেরিতদূতদের কাছে দেখা দিলেন। "তিনি তাদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাদের বললেন: 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর! তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে!" *(যোহন ২০:১৯, ২২-২৩)*

১৪৮৬: দীক্ষাস্নানের পর কৃত পাপের ক্ষমা দান করা হয় একটি নির্দিষ্ট সংস্কার দ্বারা যাকে বলা হয় মনপরিবর্তনের, পাপস্বীকার, অনুতাপ অথবা পুনর্মিলন সংস্কার॥

যিশুর সাথে ক্রুশের পথে

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

'ক্রুশের চিহ্নে আমি হয়েছি চিহ্নিত। যে ক্রুশেতে প্রভু যিশু হলেন সমর্পিত'। ক্রুশ হল যিশুখ্রিস্টের মুক্তিদায়ী ভালবাসার প্রতীক, যে ক্রুশকে বিশ্বের সকল ঈশ্বর সন্তানেরা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা নিবেদন করে থাকে। এই পবিত্র ক্রুশই আমাদের মুক্তির সোপান, আশার উৎসস্থল। এই ক্রুশ যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার চিহ্ন। যে ক্রুশের উপর তিনি বলিরূপে মানুষের মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এই পবিত্র ক্রুশ সেই ভয়ানক দুঃখ-কষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত যা বিশ্বাসীভক্ত খ্রিস্টের দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভালবাসার জন্য সব কিছু সহ্য করেছেন। তাই তো যিশু বলেছেন, *"কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (মার্ক ৮:৩৪)।"* তপস্যাকাল হল নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে যিশুর সাথে কালভেরীর পথে যাত্রা করা, তাঁকে অনুসরণ করা।

'ক্রুশ কাঁধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাব সাথে।' প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা প্রভু যিশুর ক্রুশ, ক্রুশের যাতনা, ক্রুশের পথ ধ্যান করি এবং যিশুর সাথে পথ চলি। ক্রুশের পথ, কষ্টের পথ তবুও এতে আছে আনন্দ, আছে পুনরুত্থান। এই পবিত্র ক্রুশ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের চিহ্ন। পূর্বে ক্রুশীয় মৃত্যু ছিল খুবই লজ্জাজনক। তৎকালীন সমাজে যারা ক্রীতদাস, রাজনৈতিক বিদ্রোহী কিন্তু রোমান নাগরিক নয়, তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রচলন ছিল। কিন্তু কালভেরীতে খ্রিস্টের আত্মত্যাগের জন্যই এই ক্রুশীয় মৃত্যু পাপী মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার ও সহানুভূতির চিহ্ন হয়ে উঠেছে। তবে ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের পরই কেবল মাত্র মণ্ডলী প্রকাশ্যে ক্রুশ ব্যবহার শুরু করে। লম্বাদণ্ডযুক্ত ক্রুশটিকে বলা হয় "লাতিন ক্রুশ" আর যিশুখ্রিস্ট ঠিক এমন ক্রুশেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অন্যদিকে চারটি সমদৈর্ঘ্যের দণ্ডযুক্ত ক্রুশকে বলা হয় "গ্রীক ক্রুশ"। এর পরে ধীরে ধীরে মণ্ডলীতে বিভিন্ন সময়ে ক্রুশের আরও বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রুশের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি যা খ্রিস্ট তাঁর নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন।

আমরা যখন কোন ক্রুশ তৈরী করি তখন একটি কাঠের উপর আর একটি কাঠ বসিয়ে বা যোগ করে ক্রুশ তৈরী করি। যার অর্থ হলো যোগ করা, যুক্ত হওয়া এবং যুক্ত থাকা। যুক্ত থাকা কার সাথে? যুক্ত থাকা প্রথমত ঈশ্বরের সাথে, যুক্ত থাকা নিজের সাথে এবং যুক্ত থাকা প্রতিবেশির সাথে। পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকা সহজ নয়। কেননা যুক্ত থাকতে গেলে ত্যাগস্বীকার করতে হয়, কষ্ট করতে হয়। যুক্ত থাকাটা এক দিক দিয়ে কষ্টের, বেদনার। কেননা খ্রিস্টের সাথে যুক্ত থাকার পরেও আসে কষ্ট, কটুবাক্য, অপমান, নির্যাতন, নিপীড়ন। কিন্তু ভালবাসলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যিশুখ্রিস্ট মানুষকে ভালবেসে যুক্ত থাকতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যিশুখ্রিস্টের সাথে যুক্ত থাকতে গেলে অপমান নির্যাতন সহ্য করে, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে সবাইকে ভালবেসে কাজ করতে হবে। এজন্য যদি বিপদ সমস্যা আসে আসুক। প্রভু যিশুর ক্রুশ আমাদের রক্ষা করবে এবং পথ দেখাবে।

ছবি: ইন্টারনেট

যুক্ত থাকাটা কষ্টের না বরং অনেক আনন্দের, অনেক প্রত্যাশার। আমরা একে অপরের সাথে ভালবাসার বন্ধনে যুক্ত থেকে আমাদের আনন্দগুলো সহভাগিতা করতে পারি। আমাদের কষ্ট পরস্পরের সাথে সহভাগিতার ফলে কষ্ট অনেকাংশে কমে আসে। অনেক বড় কাজ পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে করলে তা খুব সহজেই সমাধান করা যায়, অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করা যায়। পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকলে আমরা নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা অনুভব করতে পারি। পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে আমরা একে অপরের ছোট ছোট সমস্যা সমাধান করে দিতে পারি। পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকলে আমরা যে কোন মহান কাজ সম্পাদন করতে পারি। যিশুকে ভালবাসলে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকা যায়। কেননা ক্রুশ আমাদের যুক্ত করে। ক্রুশের কারণেই আমরা এক ছত্রছায়ায় মিলিত হতে পারি। 'এই ক্রুশ পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা।' প্রভু যিশুর বিধান হল পরস্পরকে ভালবাসা, এক হওয়া অর্থাৎ যুক্ত থাকা।

যদিও এক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুশকে কষ্টের মনে হয় তথাপি এর অন্তরালে লুকায়িত আছে অশেষ আনন্দ। যে আনন্দের সাথে কোন কিছুর তুলনা হবে না। যে আনন্দের সাথে জীবনের ছোটখাট দুঃখ, কষ্ট দূর হয়ে যায়। দুঃখকে আর দুঃখ মনে হয় না। দুঃখকে মনে হবে প্রাণের আরাম। দুঃখ তরকারিতে লবণের মত কাজ করবে। লবণ ছাড়া তরকারির যেমন স্বাদ বুঝা যায় না ঠিক তেমনি দুঃখ ছাড়া সুখ পরিপূর্ণ মনে হবে না। সোনাকে আগুনে পুড়ে খাঁটি হতে হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে ছোট ছোট ক্রুশগুলো মানুষকে শক্ত করে, শক্তি যোগায়। ক্রুশ ছাড়া কোন মানুষ নেই। যিশু ঈশ্বরপুত্র হয়েও ক্রুশ কাঁধে নিয়ে কষ্ট করে কালভেরীতে গিয়েছেন। তিনি কষ্ট করেছেন কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন। সে কষ্ট তিনি আনন্দিত মনে করেছেন কারণ সে কষ্ট সমগ্র মানব জাতির মুক্তির আনন্দ। এখানেই মানব জাতির সাথে যুক্ত হওয়া ও মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করা।

এ আনন্দের প্রকৃত স্বাদ বুঝতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো খ্রিস্টকে অভিজ্ঞতা করা, খ্রিস্টের ক্রুশ বহন করা এবং তাঁর সাথে যাত্রা করা। খ্রিস্টের সাথে যুক্ত থেকে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড যদি আমরা পরিচালিত করি তাহলেই যুক্ত থাকার প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করবো। যুক্ত থাকতে গিয়ে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন যে সব কষ্ট থাকবে সেই কষ্ট খ্রিস্টই আমাদের হয়ে বহন করবেন যেমনটি তিনি আমাদের পাপের বোঝা বহন করে কালভারী পর্বতে গিয়েছিলেন এবং শেষে জীবন দান করেছিলেন। তাই ক্রুশ হলো যুক্ত থাকা খ্রিস্টের সাথে, যুক্ত থাকা নিজের সাথে এবং যুক্ত থাকা পরস্পরের সাথে। যে যুক্ত থাকার মধ্যে রয়েছে অমৃত সুখানুভূতি, আনন্দ, আত্মত্যাগ, ভালবাসা, ত্যাগস্বীকার, সহভাগিতা, সহযোগিতা, নম্রতা, ক্ষমা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধা সম্মান। ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে। অর্থাৎ প্রতিবেশির সাথে যুক্ত থাকা হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

যিশুকে অনুসরণ করা, তাঁর সাথে যাত্রা করা, তাঁকে নিয়ে পথ চলা শুধুমাত্র একটা সময়ের ব্যাপার নয়। এটা সমগ্র জীবন ব্যবস্থা ও

ছবি:

জীবনের অঙ্গীকার। খ্রিস্টান হিসেবে খ্রিস্টকে অনুসরণ করার সাময়িক কোন সময় নেই। আজ আছি কাল নেই, আজ খ্রিস্টান তো কাল বিধর্মী, এখন ভাল কাজ করছি কাল মন্দ কাজ করবো। খ্রিস্টের প্রতি যার আছে টান সেই প্রকৃত খ্রিস্টান। যিশুখ্রিস্টের একজন হতে চাইলে সিদ্ধান্ত না নিয়ে কেবল তাঁর পিছনে ভিড় করে কোন লাভ নেই বরং সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে যিশু আমাদের সাহস যুগিয়ে দেন তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। আমাদের শুধু দরকার যিশুকে অনুসরণ করার প্রকৃত ও দৃঢ় মনোভাব। তাই যিশুকে অনুসরণ করতে হলে মনে প্রাণে যিশুকে প্রথম স্থান দিতে হবে। হতে হবে আত্মত্যাগী, প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে যিশুর সাথে পথ চলতে হবে। প্রতিদিন কষ্ট করে নিজের খ্রিস্টীয় কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান থাকতেই হবে। এ জগতে কোন কাজ করতে গেলে যেমন ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য যত্ন সহকারে মনোযোগের সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে।

যিশুকে অনুসরণ করা একটি মেগা প্রকল্প ও দৃঢ় সংকল্প। আমরা দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে তার শিষ্য ও শিষ্যা হয়ে উঠেছি। দীক্ষাস্নানের সময় আমাদেরকে কপালে ক্রুশ অঙ্কন করে দেওয়া হয়। আজীবন সেই ক্রুশ আমরা বয়ে বেড়াই। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কতটুকু তাঁর শিষ্য বা শিষ্যা হয়ে জীবন-যাপন করছি? বর্তমান বাস্তবতায় খ্রিস্টের অনুগামী বা শিষ্য হবার জন্য আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাঁধাগুলো হলো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের দুর্বলতা যেমন- ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ধর্মের প্রতি উদাসীনতা, প্রতিশোধ নেবার মনোভাব, জাগতিকতার প্রতি আসক্তি, লোভ-লালসা-মোহ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, জাগতিক ধন সম্পতির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, সম্মান ও খ্যাতি লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরনিন্দা, পরচর্চা, সমালোচনা, সপ্তরিপু ইত্যাদি। যিশু খ্রিস্টের একজন অনুসারী হিসেবে প্রার্থনাকে সঙ্গী করে মানবীয় দুর্বলতাগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

স্বাভাবিকভাবে ক্রুশ দেখলে মানুষ ভয় পায়। তার কারণ হচ্ছে ক্রুশ কষ্ট দেয়, ক্রুশ যন্ত্রণা দেয়, ক্রুশ দুঃখ দেয়। দুঃখের পথে আমরা কেউ যেতে চাইনা, এমনকি আমাদের ছেলে-মেয়েদের দুঃখের অভিজ্ঞতা করতে দেই না। দুঃখের অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্যের দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু দুঃখের ঠাকুর যিশুই আমাদের প্রকৃত পথপ্রর্দশক। যিনি তাঁর ক্রুশ নিয়ে আমাদের মুক্তি এনেছেন। তাই মুক্তির পথে ক্রুশ আমাদের ভালবাসা, ক্রুশ আমাদের আশা, ক্রুশ আমাদের আশ্রয়স্থল। তাই এ পথে আমাদের তার ভালবাসায় অংশগ্রহণ করতেই হবে। পবিত্র ক্রুশের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বর-পুত্র যিশুর আত্মত্যাগের প্রকাশ, এই ক্রুশেই রয়েছে শাশ্বত মুক্তি। এই যে ক্রুশ যার উপর যিশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই ক্রুশই পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিল গৌরবের। আমরা যিশুর পবিত্র ক্রুশকে নিয়ে গর্ববোধ করি। তপস্যাকালে আমরা নিজেদের ক্রুশ নিয়ে যিশুর পিছন পিছন তাঁর অনুসরণ করি, সেই সাথে অন্যদের জীবনে ক্রুশ না হয়ে বরং ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করি। তাহলেই ক্রুশের যে মাহাত্ম, যুক্ত হওয়া ও যুক্ত থাকা সেটা সার্থক হবে। প্রভু যিশুর ক্রুশ আমাদের সবাইকে এক সাথে পথ চলার শক্তি দান করুন॥

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সূত্র: উ:খ্রী:ব:স:স:লি: এস:২০২২-২৩/৮১
তারিখ : ৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:' এর ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তরবঙ্গ সমিতির জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছে এবং সে মোতাবেক উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বসবাসরত খ্রিস্টান বিভিন্ন আন্তঃমণ্ডলীর যেকোন আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন-ভাতাদি	
					প্রবেশন পিরিয়ড	স্থায়ী হলে প্রাথমিক
০১.	জুনিয়র অফিসার-কাম-সেক্রেটারি	০১ টি	বি.এ./বি.কম	ন্যূনতম ১ বছর	১৫,৫০০ টাকা	১৬,৮০০ টাকা
০২.	ছাত্র প্রকল্প (পার্ট টাইম) কর্মী	০২ টি	কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি ছাত্র/ছাত্রী		আলোচনা সাপেক্ষে	

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত এবং দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির (স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পালক বাধ্যতামূলক) রেফারেন্স দিয়ে আবেদন করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৩. বয়স: ১ নং পদে কমপক্ষে ২৪ বছর হতে হবে, উর্ধ্বে ৪০ বছর।
৪. ১ নং পদের প্রার্থীকে কম্পিউটারের MS Word, Excel, Power-point & Internet Program সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে, তবে অবশ্যই বাংলা ও ইংরেজিতে লেখায় মিনিটে ৩০ ও ৪০ ওয়ার্ড স্পীড থাকতে হবে।
৫. ২ নং পদের প্রার্থীদের (ফার্মগেট ও নন্দার জন্য) ঢাকাস্থ যেকোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত (চলতি) ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।
৬. ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ড সম্পন্নের পর চাকুরী নিয়মিত হলে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রেচ্যুইটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসহ) প্রদান করা হবে।
৭. প্রার্থীকে সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।
৮. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বন্ধখামে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে-

বরাবর,
চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি
উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫।

বি:দ্রঃ কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ/৭৯/২৩

উপস্থিত বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

ফাদার আবেল বালিষ্টিন রোজারিও

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে যারা কাজ করেছেন (এদের মধ্যে আমি একজন) বা তার সান্নিধ্যে এসেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তিনি কতটা উপস্থিত বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার এই বিশেষ দক্ষতার বিষয়ে আমি কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। অবশ্য ধারাবাহিকভাবে তা করতে পারবো না।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর আর্চবিশপ আমাকে ডাকলেন। আমি আসলাম, তার অফিসে বসলাম। কথা আরম্ভ হলো-

আর্চবিশপ- আমি আপনাকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব দিতে চাই

আমি- Please আর্চবিশপ, আমি এতো বড় ধর্মপল্লীর দায়িত্ব নিতে পারবো না।

আর্চবিশপ- কেন? কেন পারবেন না।

আমি- তেজগাঁয়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, অনেক নেতানেত্, অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি আছেন। আমি একজন অল্পশিক্ষিত, সোজাসরল ফাদার হয়ে তাদের সাথে কুলাতে পারবো না। আপনি বরং আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত, সাহসী, বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ফাদারকে এই দায়িত্ব দিন।

আর্চবিশপ- মনসিনিওর পিটার, ফাদার পিটার রোজারিও, ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়াকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা অনেক অনুরোধ করে বদলি হয়েছেন। আমি এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, একজন অল্পশিক্ষিত, সোজা সরল ফাদারকে এই দায়িত্ব দেবো এবং সেই ফাদার হলেন আপনি।

অনেক ভয়ে ভয়ে আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং ১ বছর নয়, ৫ বছর নয়, আমি ১৭ বছর এই দায়িত্ব পালন করলাম। এখানেই আর্চবিশপের বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পেলাম।

তেজগাঁয়ে জপমালা রাণী গির্জা ছিল ছোট, খুবই ছোট (বর্তমানে আরাধনালয়)। একটা বড় গির্জার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন অনেকেই। ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদে এই বিষয় নিয়ে কয়েকবার আলোচনাও হয়েছে। এখন সমস্যা হলো জায়গা নিয়ে। খেলার মাঠে যাতে গির্জা নির্মাণ করা না হয়, মাঠটি যেন রক্ষা করা যায় সেজন্য বেশ কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত, সঙ্গে যুবক ভাইয়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় আর্চবিশপ এক সভা ডাকলেন। প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বিভিন্ন পর্যায়ের খ্রিস্টভক্তগণ ও যুবক ভাইয়েরা উপস্থিত হলেন।

আর্চবিশপ বেশ লম্বা এক বক্তৃতা দিলেন যার সারমর্ম হলো- আমাদের একটা বড় গির্জা প্রয়োজন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান গির্জাকে ভাঙ্গা যাবে না, সরকারের নিষেধ আছে। খেলার মাঠ ছাড়া আর কোন বড় জায়গা নেই। সুতরাং গির্জাটি মাঠেই নির্মাণ করতে হবে, তবে যুবকভাইদের জন্য একটা বাস্কেটবল কোর্টের ব্যবস্থা করে দিব। তারপর তিনি ভোট নিলেন। একমাত্র ছাড়া সকলেই হাত উচুঁ করে সমর্থন জানালেন। অতি সহজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বুদ্ধি কাহাকে বলে। রমনা ফিরে যাবার সময় আর্চবিশপ আমাকে বললেন, আপনি খ্রিস্টভক্তদের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তুলবেন, বাকি টাকার ব্যবস্থা আমি করব।

১৯৯৮ খ্রিস্টবর্ষে লক্ষীবাজার কনভেন্টে এক ভীষণ দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। মসজিদ সংলগ্ন সিস্টারদের বিল্ডিং সংস্কারের কাজ চলছিল ফাদার বেঞ্জামিনের তত্ত্বাবধানে। মসজিদের ইমাম সাহেব মাইকে ঘোষণা দিলেন যে খ্রিস্টানরা আমাদের মসজিদের অনেক ক্ষতি করতেছে। আপনারা এগিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত মুসলমান এসে অনেক ভাংচুর করলো, মূর্তি ভালো, দরজা জানালা ভাংচুর করলো, হোস্টেলের মেয়েরা খুবই ভয় পেল। পাশে ব্যাপ্টিস্ট হোস্টেলে প্রায় ৪০টা কম্পিউটার ভেঙ্গে চুরমার করল। পরদিন নটরডেম কলেজে এক জরুরী মিটিং ডাকা হল। মিটিং পরিচালনা করলেন মি. দিলীপ দত্ত। মিটিং এ আমাদের নেতাগণ ফাদার বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে অনেক দোষারোপ করতে লাগলেন। কেন ফাদার একা একাজ করতে গেলেন, কেন ফাদার আমাদের পরামর্শ চাইলেন না, কেন ফাদার মসজিদের ইমামের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক হৈ চৈ, গণ্ডগোল, চিৎকার হতে লাগল। সামলদিতে না পেরে মি. দিলীপ দত্ত সভা থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমিও মিটিং থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম বারিধারা নোনসিও ভবনে (Nunciatere)। সে সময় আর্চবিশপ মাইকেল ও বিশপ থিওটোনিয়াস রোম নগরে ছিলেন ওখানে Asian Bishops' Conference হচ্ছিল। আর্চবিশপ এডামস্ (Nuncio) আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আমি আর্চবিশপকে বললাম, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা চলে আসেন, এদিকে এক বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমি সামাল দিতে পারছিনা। তখন আর্চবিশপের অবর্তমানে আমি ছিলাম আর্চডাইওসিসের পরিচালক (Administrator)। একদিন পরই আর্চবিশপ চলে আসলেন। এসেই তিনি জরুরিভাবে মিটিং ডাকলেন। সব নেতাগণই উপস্থিত হলেন। এবারই আমি দেখলাম আর্চবিশপের বুদ্ধি ও কৌশল। আর্চবিশপ কথা আরম্ভ করলেন- আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ। আপনারা অবগত আছেন যে, একটা বড় ধরনের দুঃখজনক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল, কি করলে এটা হত না, কি করার ছিল, কে ভুল করেছে- আমি এসব কিছুই শুনতে চাই না, এ গুলো শোনবার জন্য আমি আপনাদের ডাকি নি; আমি আপনাদের ডেকেছি এই কারণে যে, এখন এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, কি করা উচিত, এই বিষয়ে আপনারা আমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিবেন। সবাই চুপ, গভীর নীরবতা, টুশব্দ নেই। গত পরশুদিনের হৈ চৈ ফাটাফাটি কিছুই নেই। আমি তো অবাক! বেশ কিছুক্ষণ পর একজন মুখ খুললেন আমার মনে হয় মসজিদের ইমামের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা সমাধান করলে ভালো হয়। অপর একজন- একটা মামলা করা যেতে পারে। আর একজন- যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য সরকারে কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যেতে পারে। আরও ২/১ জন কিছু পরামর্শ দিলেন। তারপর আর্চবিশপ বললেন, আপনাদের বুদ্ধিপরামর্শ শোনলাম, লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো, এখন দেখি কি করা যায়। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ। তারপর ক্রুশচিহ্নের মাধ্যমে মিটিং শেষ করলেন। গত ২ ঘন্টার মিটিং আজ ২৫ মিনিটে শেষ। নেতাগণ চলে যাবার পর আর্চবিশপ আমাকে বললেন- (You are not a good administrator)।

২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে আমরা ৩ ফাদার গির্জায় পাপস্বীকার শুনছিলাম। গির্জায় অনেক খ্রিস্টভক্ত নীরবে প্রার্থনা করছে। এমন সময় মি. ভানুর পরিচালনায় একদল শিল্পী (সবাই মুসলমান) গির্জায় প্রবেশ করে হৈ চৈ গন্ডগোল করতে লাগল ফটো তোলা নিয়ে। আমি দাঁড়িয়ে বললাম- আপনারা গির্জার ভেতরে গণ্ডগোল করছেন কেন? এখনই, এই মুহূর্তে বের হয়ে যান। সবাই বের হয়ে গেল। ঐ রাতেই মি. ভানু আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ পত্র লিখে আর্চবিশপকে দিলেন, এক কপি আমাকেও দিলেন।

অভিযোগের মূল- যারা গির্জায় ঢুকেছেন, তারা শিক্ষিত, ভদ্রলোক। খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ফাদার আবেলের উচিত হয়নি এভাবে তাদেরকে বের করে দেওয়া। আমরা এর একটা সুবিচার চাই। আমি পরদিন সকালেই আর্চবিশপ ভবনে গেলাম। তখন আর্চবিশপও ফাদারগণ সবে মাত্র খেতে বসেছেন। আমি আর্চবিশপকে জিজ্ঞেস করলাম- আমার নামে যে অভিযোগ পত্র আপনাকে পাঠানো হয়েছে তা কি আপনি পেয়েছেন?

আর্চবিশপ- হ্যাঁ পেয়েছি পড়েছি এবং ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। তারপর তিনি বললেন, ফাদার ড্যানিয়েল, তুমি তোমার শিল্পীদের বলে দাও, তারা যেন পাল-পুরোহিতের অনুমতি ছাড়া কোন গির্জায় প্রবেশ না করে। ফাদার ডানিয়েল ছিলেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র'র পরিচালক। আর্চবিশপের কলা কৌশল দেখে আমি তো অবাক!

আমি তখন বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালক। যখন আমার প্রায় ৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে, তখন আমি আর্চবিশপ মাইকেলের কাছে গেলাম এবং বললাম- প্রয়াত টিএ গাঙ্গুলীর সাথে আমার কথা ছিল যে তিনি আমাকে ৫ বছরের বেশি সেমিনারীর পরিচালক হিসাবে রাখবেন না। আর ১০ দিন পরই আমার ৫ বছর পূর্ণ হবে। আর্চবিশপ আমাকে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন এবং প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কবর দেখিয়ে বললেন- উনি তো ওখানে শুয়ে আছেন, ওখানে যেয়ে একটু আলাপ করে আসেন। তারপর আর্চবিশপ বললেন, আপনি যে কাজে যেখানে আছেন, সেখানেই চলে যান। আমি আর কি বলবো। অদ্ভূত উনার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত!!

প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তার সেবকের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক কৃপা আশীর্বাদ, সৎবুদ্ধি ও সৎ সাহস দান করেন॥

মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও যেভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছেন

সিস্টার মাগ্রেট গমেজ আরএনডিএম

মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল ছিলেন একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তিনি ছিলেন আদর্শ মহাপুরুষ। তার গুণ ও জ্ঞানের সাথে অন্য কাউকে তুলনা করতে পারি না। তিনি সোজা হাঁটতেন, সোজা কথা বলতেন। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। বিশপ মহোদয়ের বাহ্যিক চালচলন খুবই সহজ সরল ছিল। কখনো দামি কাপড় বা জুতা তার পরনে দেখিনি। সকলের সাথে হাসি দিয়ে নাম ধরে ডেকে করমর্দন করতেন। তার ব্যবহারের জিনিসও ছিল অল্প দামের সাধারণ। তিনি অনেক রসিক ছিলেন, সর্বদা যুক্তি দিয়ে কথা বলে সকলকে হাসাতেন। ছোট-বড় সকলের প্রতি তার খেয়াল থাকত। তিনি কঠোরভাবে দোষীদের শাসন করতেন। তার কণ্ঠ ছিল যেমন মায়াময় তেমনি বজ্রধ্বনির মত। কিন্তু তার হৃদয় ছিল স্নেহ-কোমলতায় ভরপুর, আদর্শ মেষপালক।

একদিন বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে সেমিনারীয়ানদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন, (সুন্দর হাসিমাখা মুখে) এ সেমিনারীতে আমিও ছিলাম। আমরা ছিলাম ১০০ জন। কিন্তু ৯৯ জন কোথায় হারিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি একা রইলাম। সকলে তখন হেসে বলল আপনি একাই ১০০।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় চতুর্দিকে থৈ থৈ পানি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জন আশ্রয় নিয়ে অনেক কষ্টে দিনযাপন করছে। হঠাৎ একদিন দেখি কয়েকজন এসএমআরএ সিস্টার, ফাদার, ব্রাদারদের নিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় একটা স্পীট বোট করে হাসনাবাদ এসেছেন। আমরা ছাদে রান্না বান্না করি, চ্যাপিলে কাঠের ঘরের মাটিতে রাতে ঘুমাই। তিনি আমাদের আহ্বান করলেন বেড়াতে যেতে। হাসনাবাদ থেকে ইক্রাশী, ইমান নগর, নয়শ্রী, গোল্লা কনভেন্ট বক্সনগর সব জায়গা ঘুরে ঘুরে সকল জনগণের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। একটা হৃদয়বান পিতার ভালবাসা। কিছুই দিতে দেখিনি তবে সকলের মুখে আনন্দের হাসি, বিশপ মহোদয় আমাদের দেখতে এসেছেন।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আমার টিউমার অপারেশ হয়। এ সময় আমার দিদি হেলেন হলি ফ্যামিলির নার্স ছিলেন। একদিন বিকালবেলা ঘুমের ঘোরে দিদি ডাকেন, মাগ্রেট মাগ্রেট দেখ কে এসেছেন। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি আর্চবিশপ মহোদয় ও ফাদার প্রশান্ত রিবেরু। আমি কখনো যা ভাবিনি আমি অবাক, উঠতে চেষ্টা করলাম, বিশপ মহোদয় বললেন, না উঠতে হবে না। সেই থেকে আর্চবিশপ মহোদয়কে পিতার আসনে রেখে শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম এবং সকল সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় বলতাম।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট থেকলাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাউণ্ডারী ওয়াল প্রয়োজন অনুভব করে বিশপ মহোদয়ের নিকট জানালাম। বিশপ বলেন, দেয়ালের ভিতর মার্ডার হবে? আমি একটু আব্দার করে জানালাম হাফ দেয়াল হাফ গ্রিল থাকবে। বলার সাথে সাথে মুচকি হাসি দিয়ে কারিতাসের নিকট লিখিত আবেদনের অনুমোদন দিলেন। চিঠিটি কারিতাস অফিসে দেয়ার সাথে সাথে কাজ হয়ে গেল। এমনি ভাবে বিশপ মহোদয়ের সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। এমনিভাবে বিশপ মহোদয়ের ভালবাসা, সহায়তা, উদারতা সবই সীমাহীন ভাবে পেয়ে আনন্দে কাজ করতে পেরেছি।

সেন্ট থেকলাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অংক শিক্ষককে বরখাস্ত করায় স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে। মামলার কাগজ পেয়ে বুঝে উঠতে পারিনি কি করব? কারো কাছ থেকে ভাল পরামর্শ পাইনি। খুব দ্রুত আর্চবিশপ মহোদয়ের কাছে যাই। যেহেতু ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে ট্রাইবুনালে আমরা রায় পেয়েছি তাই আমার সকল তথ্য প্রস্তুত ছিল এবং রেভা: ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন AIP এবং ফাদার লরেন্স সিএসসি সব কিছু জানতেন এবং আমাকে সাহায্য করেছেন। বিশপ মহোদয় সব কিছু জেনে আমাকে পরামর্শ দিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় এডভোকেট ভাই এলবার্ট বাড়ৈ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। যেই বলা সেই কাজ। এলবার্টদার কাছে যেতেই তিনি বিষয়টি গ্রহণ করলেন। রুহিদাস সাহা। লোকটি সহজ ছিল না। তিনি আমাদের ১০ বছর মামলা করতে বাধ্য করেছেন। এ সময় দেখেছি বিশপ মহোদয় বারান্দায় বাগান করতেন, বিভিন্ন গাছের যত্ন নিতেন। তিনি কি না পারতেন, নিজে গাড়ী চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতেন। গাড়ী নষ্ট হলে তাও ঠিক করতেন।

তিনি ভাজাকারী ও চিংড়ী মাছ পছন্দ করতেন। হাসনাবাদ গেলে সিস্টার এনেষ্টিনা অনেক আনন্দ সহকারে মুড়ি দিয়ে ভাজাকারী ও চিংড়ী মাছের কারি খাওয়াতেন এবং আমাদের সাথে মজার মজার কথা বলতেন ও হাসাতেন। সিস্টার আগষ্টান ছিল বিশপ মহোদয়ের খুবই প্রিয়। বিশপ হাসনাবাদ গেলেই সিস্টার আগষ্টার খোঁজ নিতেন ও সাক্ষাৎ করতেন।

এমনি ব্যক্তিত্ব ছিল বিশপ মহোদয়ের। তিনি আসলে ধর্মপল্লীতে আনন্দের জোয়ার বইত। কোন কাজে আহ্বান করলে, যেমন স্কুলের প্রোগ্রাম বা প্যারিশের প্রোগ্রাম, তিনি উপস্থিত হতেন।

তার উপদেশ বা বক্তৃতা সব সময় যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগম্ভীর এবং সংক্ষিপ্ত ছিল। অসুস্থ অবস্থায় একদিন দেখতে যাই তিনি যে কি খুশি হয়েছেন যা আমি কল্পনা করতে পারিনি। মহামান্য আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীর সাথে কথা বলার আমার সুযোগ হয়নি কিন্তু আর্চবিশপ মাইকেল এর সাথে চলতে ও কথা বলতে ভিতরে ভয় ছিল বটে তবুও কথা বলতে, পরামর্শ নিতে, কোন সমস্যার বিষয় আলাপ করার অনেক সুযোগ হয়েছে, অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। পিতা ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুণ॥

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলকে যেভাবে দেখেছি

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বার্ষিক নির্জন ধ্যানে রাজশাহী পালকীয় কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। নির্জন ধ্যান পরিচালক ছিলেন পিমে সম্প্রদায়ের ফাদার ফ্রান্সিস্কো। নির্জন ধ্যানের ফাঁকে ফাদার আমাকে বললেন, "আপনারা কেন আর্চবিশপ মাইকেলের বিষয়ে যারা জানেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন না? কারণ তিনি একজন সাধু ব্যক্তি। আমাদের পিমে সম্প্রদায়ের বিদেশী ফাদারগণ তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তাঁরা বেঁচে থাকতে তোমরা এসব সংগ্রহ করে রাখ।" ফাদারের এই কথাগুলো শুনার পর থেকেই আর্চবিশপ মাইকেল সম্পর্কে কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করছিলাম। তাই লিখছি।

আর্চবিশপ মাইকেলকে জানার আমার প্রথম সুযোগ হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। আমি তখন রমনা ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে, এখন যার নাম ডিগ্রী সেমিনারী। আমার কাজ ছিল সেমিনারীর চ্যাপেলে। রমনা কাথিড্রালে অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মূর্তির কাছে খুবই সুন্দর দু'টি সিরামিকের ফুলদানি ছিল। ফুলদানি দু'টি আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। ভাবছিলাম এই ফুলদানি দু'টো দিয়ে ফুল দিয়ে রমনা সেমিনারীর চ্যাপেল সাজালে খুব সুন্দর দেখা যাবে। কাথিড্রাল থেকে বের হয়ে দেখি আর্চবিশপ মাইকেল বাইরে হাঁটা হাঁটি করছেন। সাহস করে তখন আর্চবিশপকে বলে ফেললাম, প্রভু, ফুলদানি দু'টো আমি নিতে পারি? মুছকি হাসি দিয়ে আর্চবিশপ বললেন, নিয়ে যাও। সামান্য একটি জিনিস চেয়েছ, আমি কি না করতে পারি! কেউ কিছু চাইলে তিনি কখনো না করতে পারতেন না। এমনই উদার ও দয়ালু ছিলেন তিনি।

আমরা ডিকন হয়েছি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। ডিকন হওয়ার পর বাড়ীতে ছুটিতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আর্চবিশপ মাইকেল পালকীয় সফরে হাসবাদ মিশনে এসেছেন। আমি যেদিন ঢাকায় ফিরব একই দিনে আর্চবিশপও ফিরবেন। তখন বর্ষাকাল। ইছামতি নদীতে অনেক পানি ও স্রোত। আর্চবিশপকে বললাম, আমি কি আপনার সাথে ঢাকা যেতে পারি। আর্চবিশপ বললেন, কেন পারবে না। ফাদার হওয়ার পর আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এভাবেই তিনি তাঁর সেমিনারীয়ান, ডিকন ও ফাদারদের স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমরা যারা ডিকন হয়েছিলাম, আমরা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সবাই সবার যাজক অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেব। আমাদের দলে শ্রীমঙ্গল থেকে একজন ছিলেন, নাম যোসেফ তপ্ন। সিলেট তখন ঢাকার অন্তর্ভুক্ত। নব অভিষিক্ত আমরা সবাই আর্চবিশপের কাছে বায়না ধরলাম আমাদেরকে যেন আর্চবিশপ তাঁর গাড়ীতে করে শ্রীমঙ্গল নিয়ে যান। গাড়ীতে তিল ধরণের জায়গা ছিল না। তবুও তিনি আমাদের সবার জন্য জায়গা করে দিলেন। আমাদের চাপাচাপি অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে বললেন, আমার গাড়ীটা হলো জিনজিরা লাইনের মুড়ির টিন বাসের মত যেখানে সবার জায়গা হয়। তিনি যেখানেই যেতেন কখনো তাঁর গাড়ীর একটি সিটও খালি থাকতো না। এভাবেই তিনি সেবা দিতেন।

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ বন্যার কথা সবারই মনে আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্পীড বোটে তিনি সব ধর্মপল্লীতে কিভাবে সাক্ষাৎ করেছেন, আর্থিকভাবে সহায়তা দিয়েছেন, ধর্মপল্লীর ফাদারদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাদেরকে বলেছেন এই বিপদের সময় তারা যেন ভক্ত জনগণকে ছেড়ে কোথাও না যান। যে কোন প্রয়োজনে তারা যেন আর্চবিশপের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সময় আমি গোল্লা ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ছিলাম। একদিন রাতে আর্চবিশপ ফোনে আমাকে জানালেন যে তিনি আঠারগ্রামের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসবেন। প্রথমে তিনি গোল্লা আসবেন। আমি আর্চবিশপকে না আসার জন্য অনুরোধ করলাম। কারণ আমাদের রান্নাঘর তখন পানির নীচে। কোনভাবে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। আর্চবিশপ বললেন, চিন্তার কিছু নেই, তোমরা যা খাও, আমিও তাই খাব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কখনো কোন অভিযোগ ছিল না। যে যা দিতেন খুশি মনে তাই খেতেন। গোল্লা আসার পর আমাকে জানালেন যে তিনি বক্সনগর খ্রিস্টভক্তদের দেখতে যাবেন। মহামুশকিল! বন্যার কারণে বক্সনগর যাওয়ার সব রাস্তাই বন্ধ। যাবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু আর্চবিশপ নাছোরবান্দা। যাবেনই। কি আর করা! শেষে অনেক কষ্ট করে দুনিয়া ঘুরে সেই শেকরনগর হয়ে আর্চবিশপকে বক্সনগর নিয়েছিলাম। বক্সনগর গ্রাম তখন কচুরিপানায় ভরপুর। বোট-নৌকা কিছুই চলেনা। তবু লগি দিয়ে বোট ঠেলে ঠেলে আর্চবিশপকে আমরা বক্সনগর মানুষের কাছে পৌছতে পেরেছিলাম। গোল্লা ফিরতে রাত বারটা বেজে গিয়েছিল। মেষপালক এভাবেই তাঁর মেষদের জন্য চিন্তা করেন।

আর্চবিশপ মাইকেল তাঁর ধর্মপ্রদেশের পুরোহিতদের অনেক ভালোবাসতেন। কোন ফাদারের অসুখ হলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পাঠিয়ে তাঁকে ঢাকায় এনে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। এ ব্যাপরে তাঁর কোনভাবে কোনরূপ অবহেলা ছিল না। প্রয়োজনে বিদেশেও পাঠাতেন। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি কখনো টাকার কথা চিন্তা করতেন না। কোন ফাদারের বিপদের কথা শুনলে সাথে সাথে হয় তিনি নিজে যেতেন না হয় তাঁর প্রতিনিধি পাঠাতেন। আমার মনে আছে ফাদার আব্রাহাম যখন ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁকে দ্রুত ঢাকায় এনে মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমরা ধর্মপ্রদেশের ফাদারগণ একটা অনুষ্ঠানের কারণে তখন আর্চবিশপস্ হাউজেই ছিলাম। খ্রিস্টযাগের সময় এই খবরটা দেবার সময় তিনি কেঁদে দিয়েছিলেন। এখানেই পুরোহিতদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পায়। আরেকটি ঘটনা বলি। পুরোহিত হওয়ার এক বৎসর পরই আমাকে জার্মানীর একটি ধর্মপল্লীতে ২ মাসের জন্য পালকীয় কাজে পাঠানো হয়। যেদিন রাতে যাত্রা করব আর্চবিশপ আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। বলেন, নতুন বিদেশে যাচ্ছ। কখন কি প্রয়োজন হয়। তাই এই ২০০ ডলার সঙ্গে রাখ। এয়ারপোর্টে নেমে যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য কিছু কয়েনও দিয়ে দিলেন। যেন প্রয়োজনে ফোন করতে পারি। আমার পরিকল্পনা ছিল ফেরার পথে ইতালি, ফ্রান্স ও লন্ডন ঘুরে আসব। তাই সেই সমস্ত জায়গায় থাকার জন্য ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। এটা শুধু আমার বেলা নয় সব ফাদারকেই তিনি এভাবে সাহায্য করতেন। এমনই সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন তিনি। ফাদারদের পালকীয় কাজের প্রয়োজনে তিনি নিজের গাড়ীটি দিতে কখনো কার্পণ্য করতেন না, বিশেষভাবে বিদেশ থেকে কোন ফাদার আসলে বা বিদেশে যাবার জন্য বিমানবন্দরে যেতে হলে তিনি তাঁর গাড়ি দিয়ে সার্ভিস দিতেন।

আমরা দেখেছি কোন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার মারা গেলে সব কাজ ফেলে তিনি নিজে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। কোন পুরোহিতকে সংশোধন করতে হলে মানুষের সামনে তাকে ছোট না করে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে সুন্দর পরামর্শ দিতেন। তিনি গোপনে অনেক

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্তঃধর্মীয় ব্যক্তিত্ব: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজে সর্বজন গ্রহণযোগ্য এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

সুনীল পেরেরা

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি শুলপুর ধর্মপল্লীর মাদ্দর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উর্বান রোজারিও আর মা ভিক্টোরিয়া পিরিচ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর রোমের উর্বান প্রপাগান্ডা ফিদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐশতত্ত্বে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর ক্যাসেল গণ্ডলফো প্রপাগান্ডা ফিদে ভিলায় বিশপ আর ম্যাকারিও এবং বিশপ জে আলবানু কর্তৃক ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর রোমের প্রপাগান্ডা ফিদে চ্যাপেলে আর্চবিশপ ছিজিসমদি কর্তৃক তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

মাইকেল রোজারিও হচ্ছেন দ্বিতীয় বাঙালি যাজক যিনি প্রোপাগান্ডা ফিদে কলেজে অধ্যয়ন করেন। প্রথম পুরোহিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকোব ভূরা। পাকিস্তানে তিনিই প্রথম প্রোপাগান্ডা ফিডে কলেজের ছাত্র ছিলেন, যিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হলেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সিস গমেজ লিখেন,

> "তুমি মোদের করিলে মহান, করিলে ধন্য
> গর্বিত মুকুটিত মোরা আজ তোমারই জন্য।
> ক্লান্তিহীন কর্মী তুমি, ন্যায়ের অতন্দ্র প্রহরী,
> সমৃদ্ধ করেছে মোদের তোমার কারিগরি।
> সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বান্দুরা সেমিনারী,
> অক্ষয় প্রতিচ্ছবি তোমার বহুমুখী প্রতিভারই।
> বহু ক্ষেত্রে প্রথম তুমি, মোদের তাই গর্ব সমধিক
> জয়ী হও, অগ্রণী হও, ওগো বীর, ওগো নির্ভীক।"

ফাদার মাইকেল রোজারিও দেশীয় যাজক যিনি বান্দুরার ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার সুদক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানেই বর্তমানে বিশাল সুগঠিত সেমিনারী ভবনটি নির্মিত হয়েছিল।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি ফাদার মাইকেল রোজারিওকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল নিযুক্ত করেন। দেশীয় পুরোহিত হিসেবে এই পদটিও তিনিই প্রথম অধিকার করেছিলেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোসেফ ওবার্ট পদত্যাগ করার পর পুণ্যপিতা পোপ ৬ষ্ঠ পৌল ফাদার মাইকেল রোজারিওকে দিনাজপুরের বিশপ মনোনীত করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ঢাকার রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশপ সম্মেলনে বিশপ মাইকেল বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশীয় বিশপ সম্মিলনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তার সুদক্ষ পরিকল্পনায় বিভিন্ন সংকট কালে তড়িৎগতিতে সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তিনি নিজে বন্যায়, ঘূর্ণিঝড়ে অথবা অন্য কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ছুটে গিয়েছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাদের সাহায্যার্থ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

যাজক মাইকেল রোজারিওর প্রথম কর্মস্থল ছিল ময়মনসিংহের ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে। আদিবাসী অধ্যুসিত এই বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন তাদের উন্নয়নের জন্য। চাষাবাদে, কৃষি উন্নয়নে, শিক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি এই এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন মাসিক প্রতিবেশী এবং ইংরেজি পাক্ষিক বুলেটিন এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারই সম্পাদনায় কাথলিক এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিনিই ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদক রূপে প্রথম বড়দিন সংখ্যা বর্ধিত কলেবারে প্রকাশ করেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হলেন বিশপ মাইকেল রোজারিও।

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও মণ্ডলীর এক ক্রান্তিলগ্নে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তখন দিনাজপুরের বিশপ। এই আদিবাসী অঞ্চলে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন বিশ্বাসের আলো, ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষার আলোকবর্তিকা। তখনই আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর অকাল মহাপ্রয়াণে তিনি মণ্ডলীর হাল ধরেছিলেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের আধিকারি আর্চবিশপ মাইকেল গভীর আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর নেতৃত্ব দেন। তার সু-নেতৃত্বে এদেশে স্থানীয় মণ্ডলীর দ্রুত বিকাশ ঘটে। এ আধ্যাত্মিক গুরুর সাদামাটা জীবনাদর্শ অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। ২৮ বছর আর্চবিশপীয় দায়িত্ব পালন করে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ জুলাই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে শুধু একটি নাম নয়, তিনি এক উজ্জ্বল ইতিহাস, এক কর্মবীরের জীবন-গাঁথা, ন্যায্যতা ও সত্য প্রকাশের বীর সেনানী। তিনি শুধু কাথলিক মণ্ডলীর নেতাই ছিলেন না, দীর্ঘদিন গোটা বাংলাদেশী খ্রিস্টমণ্ডলীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। সর্বমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন একজন দিক নির্দেশক। সকলের বিপদে, সমস্যায়, সংকটকালে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে। তিনি খ্রিস্টীয় সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দূরদর্শীতার সাথে। স্পষ্টবাদী, নির্ভীক এই খ্রিস্টীয় মেষপালকের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয় একটি বর্ণাঢ্য স্বর্ণালী অধ্যায়ের। পরম করুণাময় বিশ্বপিতা তাঁর এই মেষপালককে অমররাজ্যে নিশ্চয়ই যথাযোগ্য আসনে গৌরবান্বিত করেছেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

আর্চবিশপ মাইকেল ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং উদার মনের একজন ধর্মগুরু। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওকে ড. ডেনিস দিলীপ দত্ত সংশপ্তক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত তিনি তার দায়িত্ব পালন আর বিরল ব্যক্তিত্বের কারণে নিজ মণ্ডলীর উর্ধ্বে উঠে অন্যান্য মণ্ডলীর সাথেও সুসম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলেন। মণ্ডলীর নেতৃত্বের বিকাশ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আলোতে স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার যুগোপযোগি ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সরকার প্রণীত ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিকূল বিভিন্ন অধ্যাদেশ গুলোর মোকাবেলা করেছেন। অন্যান্য মণ্ডলীর প্রধানদেরসহ তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আর্চবিশপের দূরদর্শীতা, সাহসী ও কৌশলী ভূমিকা সর্বক্ষেত্রেই সফলতা এনেছে। সর্বমণ্ডলীর সাথে ও মণ্ডলীর ভক্তগণকে একসাথে নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। সবাইকে মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। যাজকদের গড়ে তুলেছেন খ্রিস্টের সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে। খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর বারবার বাঁধা এসেছে; কখনো মণ্ডলীবিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কখনো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে পদদলিত করে। তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রতিবাদ করেছেন সর্বমণ্ডলীর সমন্বয়ে: বিভিন্ন বিষয়ে, যথা:-

ক) ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালে
খ) চার্চ এবং খ্রিস্টীয় সমাজের নিরাপত্তার ব্যাপারে
গ) ধর্মীয় অধিকার ক্ষুন্ন হলে
ঘ) ব্ল্যাসফেমি আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে
ঙ) বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ এবং উন্নয়ন সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন
চ) লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল ও চার্চে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলা ও ধ্বংসের তাণ্ডব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার বিভিন্ন সমাজের আইন প্রণয়ন করেছেন, যা দেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের কাছে ধর্মীয় অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে দেশের খ্রিস্টীয় সমাজ (কাথলিক এবং প্রটেষ্ট্যান্ট) আলাপ আলোচনার পর একটি ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অনুপ্রেরণায় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফোরামটির খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ২০১১ থেকে এই ফোরামকে "ইউনাইটেড ফোরাম অফ চার্চেস বাংলাদেশ" UFCB নামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। পালক সাধক এই মহান ধর্মগুরু ভক্তগণের অন্তরে আরও অনেক দিন চিরজ্জীব হয়ে থাকবেন॥

স্মৃতিতে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

ঈশ্বর অনেক সুন্দর ও অপূর্ব করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ করে নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে অনেক মানুষই তাদের কর্ম দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে থাকেন। তারা পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম সাধন করে হয়ে ওঠেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এমন একজন উজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন, যার কর্ম ও গুণের কারণে আজ হয়ে উঠেছেন পালক সাধক। যিনি ছিলেন মানুষ ধরার জেলে ও দক্ষ পরিচালক, যিনি ছিলেন সুবক্তা ও স্পষ্টভাষী, যিনি ছিলেন জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী, যিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী ও বাস্তববাদী; তিনি আর কেউই নন, তিনি হলেন আমার আপনার প্রিয় ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক গুরু প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও।

জন্ম

ঐতিহাসিক বিক্রমপুর পরগনায় শুলপুর ধর্মপল্লীর শুলপুর গ্রামে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জানুয়ারি শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মাইকেল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রয়াত উর্বান রোজারিও ও ভিক্টোরিয়া পিরিজের চতুর্থতম সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা-মাতা খুবই ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি পরিবারের সকলের আদর-সোহাগ ও স্নেহ ভালবাসায় বেড়ে ওঠেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি পিতা-মাতার মত ধার্মিকতার পথ বেছে নেন। প্রতিদিন সকালে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও সন্ধ্যায় মালা প্রার্থনা করা তাঁর অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি নিতান্তই সহজ-সরল জীবন-যাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

শিক্ষা ও সেমিনারি জীবন

আর্চবিশপ মাইকেল বাল্যকাল হতেই অনেক জ্ঞানী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে, সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। তিনি খুবই দুরন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র ছিলেন বলেই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি রোমে উর্বান প্রপাগাণ্ডা ফিদে বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যায়ন করে ঐশতত্ত্বে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাঁর জীবনে বাস্তবায়নের জন্য ধর্মব্রতী মাইকেল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২৮ নভেম্বর প্রপাগাণ্ডা ফিদে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাপেলে যাজকীয় জীবনের বিশেষ সেবা দায়িত্ব গ্রহণণ করেন। জীবনাহ্বানের চূড়ান্ত শুভক্ষণ পূরণের জন্য তাকে অনেক ত্যাগস্বীকার ও পরীক্ষা প্রলোভন জয় করতে হয়েছে। অবশেষে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর রোমে আর্চবিশপ ছিজিসমদি কর্তৃক তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর যাজকীয় জীবনে পালকীয় কাজ খুবই বৈচিত্র্যময় ছিল।

বিশপ পদে অভিষেক

একজন যাজক হিসেবে জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী, ভক্তের অভিভাবক এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পরামর্শদাতা হিসেবে সবসময় সজাগ ও সচেতন থাকতেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর কাজের গতি ও দায়িত্ব বিশেষ ভাবে গতিশীল হতে থাকে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর রোম নগর হতে ভেসে আসে আনন্দের সংবাদ। তিনি পুণ্যপিতা পোপ ৬ষ্ঠ পল কর্তৃক দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ মনোনীত হন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত কান্তান্তে মালতুনী ডিডি, মন্সিনিয়র মাইকেল রোজারিওকে দিনাজপুরের প্রথম বাঙালি বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত করেন।

আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

বাংলাদেশ খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার নবজাগরণ ও ধর্মনিষ্ঠতার অনন্য আদর্শ আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তাই পালকবিহীন মণ্ডলীকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ৬ষ্ঠ পল একজন উত্তম ও আদর্শ মেষপালক বিশপ মাইকেল রোজারিওকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পদে মনোনীত করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল ভাতিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ এডুয়ার্ড ক্যাসিডি কর্তৃক ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রার্থনাশীল

তাঁর প্রার্থনার জীবন খুবই গভীর ছিল। প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। মালা প্রার্থনা ও প্রাহরিক প্রার্থনা তার নিত্যসঙ্গী ছিল। এমনকি তিনি গাড়িতে বা নৌকায় ভ্রমণ করার সময়ও প্রার্থনা বই খুলে নির্ধারিত প্রার্থনা সম্পন্ন করতেন। এমনও শুনেছি তিনি যাজকদের বলতেন, "প্রার্থনা পুস্তকটি তোমাদের প্রিয়তমা হিসেবে গ্রহণ কর।" তিনি এতই প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর জীবনের কঠিন অবস্থাতেও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা ও প্রার্থনা করা বাদ দেননি। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের কথা, তিনি যখন ঢাকা বারডেম হাসপাতালে ভর্তি, তখন ডায়ালোসিস করাতে হত। একদিন উনাকে ডায়ালোসিস রুমে নিয়ে যাওয়া হলে দেখা যায় ডায়ালোসিস নিতে দেরি হবে। তিনি সিস্টার নিবেদিতাকে বললেন, "এখনও সময় আছে ডায়ালোসিস করতে চলেন সাধু জুডের নবাহ সেরে ফেলি।" এই থেকে বুঝতে পারি তিনি কতটা ঈশ্বরের উপর আস্থাশীল ও প্রার্থনাশীল ছিলেন।

জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী

ছোটবেলা থেকেই বালক মাইকেল তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, চটপটে ও খুবই বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি সবসময় যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন। তিনি তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দ্বারা দিনাজপুর অঞ্চলের আদিবাসী ও বাঙালি খ্রিস্টভক্তদের মাঝে আত্মনির্ভরশীলতা জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি তার জীবনে দেখিয়েছেন কখন, কার সাথে, কিভবে কথা বলতে হবে। তিনি যুক্তি দিয়ে এমনভাবে কথা বলতেন তাঁর ঐ অকাট্য যুক্তির সামনে কেউই দাঁড়াতে পারতো না। একদিন এক লোক আর্চবিশপ মাইকেলকে টেলিফোনে একটি প্রশ্ন করেছিল, "আপনারা নাকি আপনাদের স্কুল-কলেজে অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের খ্রিস্টান বানান?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমরা খ্রিস্টান বানাই। প্রকৃত পক্ষে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের দীক্ষা দেই না বটে কিন্তু তাদেরকে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও মনোভাব দান করি।" সত্যিই তাঁর যুক্তি দিয়ে কথা বলার শক্তি অসাধারণ ছিল।

দক্ষ ধর্মপাল

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও প্রভুর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রকে করেছেন সুসংহত ও সুবিস্তীর্ণ। ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। খ্রিস্টভক্তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সুপরামর্শ আর সুশাসন দিয়ে সর্বদাই তাদের আগলে রেখেছেন।

উত্তম শিক্ষক

বিশপ মহোদয় একদিন শুলপুরে নিজ ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করতে যান। খ্রিস্টযাগের পনেরো মিনিট পূর্বে তিনি বাগান ঘুরে গ্রটোর সামনে যান। তিনি প্রার্থনা করার সময় লক্ষ্য করেন যে কিছু মানুষ গল্প করছিল। তিনি যখন লুর্দের রাণী মা-মারীয়ার কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন তখন সেই মানুষগুলো তাকে দেখে মা-মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করতে এলো। তিনি এতই গভীর মানুষ ছিলেন যে তার জীবনাদর্শ দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দিতেন তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। তিনি নিজের জীবনে খ্রিস্টের মহান আদর্শগুলো প্রতিফলিত করে ভক্তজনগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও আর্চবিশপ মাইকেল তাঁর বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-পরামর্শ ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীকে পরম মমতার বন্ধনে আগলে রেখেছেন। তিনি মন থেকে চাইতেন খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক যত্ন নিতে কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা তাকে শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল। তাকে সুস্থ করার জন্য দেশে বিদেশে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা দিয়েও পৃথিবীতে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৮ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে রবিবার তিনি পরম পিতার সান্নিধ্য লাভ করে পরলোকগমন করেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এক উজ্জ্বল স্বর্ণালি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর জীবনাদর্শ ও ব্যক্তিত্ব আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি তাঁর কর্মের দ্বারা বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়েছেন। জীবনের সুদীর্ঘ ২৭টি বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নেতৃত্ব দিয়ে লালন ও যত্ন করেছেন। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি কারণ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ১৯ মার্চ তাঁকে শেষবারের মতো স্পর্শ করার সুযোগটা আমার হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে মিনতি জানাই তাঁর এই ভক্তসেবককে যেন অনন্ত শান্তি দান করে স্বর্গবাসী করেন॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

১. পালক সাধক – আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও
২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ১০, ২০১৬ এবং ২০১৮
৩. প্রয়াত ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র সহভাগিতা।

৩৮তম জাতীয় যুব দিবস ২০২৩

ছবি: রিপন টলেন্টিনু

"মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন (লুক ১:৩৯)" বিশ্ব যুব দিবসের এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে ৩৮তম জাতীয় যুব দিবস আয়োজন করা হয়। এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে এবং খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সহযোগিতায় বিগত ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পলস্ ধর্মপল্লী, শেলাবুনিয়া, মোংলাতে যুবাদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রার জাতীয় যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২০২ জন যুবক, ১৮৭ জন যুবতী, ৩৪ জন ফাদার, ৩২ জন সিস্টার, ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ২৫ জন এনিমেটরসহ মোট ৫৩০ জন অংশগ্রহণকারী এই যুবতীর্থে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিন

স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশ খুলনা ও এপিসকপাল যুব কমিশনের সমন্বয়ে স্থানীয় কৃষ্টিতে সকল ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, যুব সমন্বয়কারী ও অংশগ্রহণকারী ভাই-বোনদেরকে স্বাগত জানানো হয়। রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত হলে এপিসকপাল যুব কমিশনের তত্ত্বাবধানে যুব দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শুভেচ্ছা ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। নৃত্যের মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা করে মঞ্চ থেকে ক্রুশ স্থাপনের জন্য নিয়ে যায় খুলনা ধর্মপ্রদেশের যুবক-যুবতীগণ এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার লাভলু সরকার যুবক্রুশ হস্তান্তর করেন পরম শ্রদ্ধের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এর নিকট। এরপর সকল যুব সমন্বয়কারীগণ মিলে যুবক্রুশ স্থাপন করেন। শ্রদ্ধেয় বিশপ ও ফাদারগণ যুব ক্রুশে মাল্য দান করেন ও প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত যুব সমন্বয়কারীগণ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ছিল ক্রুশের উপর দুইজন যুবতীর গীতিনাট্য। সুন্দর ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে এবং এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি পরম শ্রদ্ধের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ছোট ক্রুশ দিয়ে আশীর্বাদ করে ক্রুশ স্থাপন অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। সন্ধ্যায় উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস। তিনি তার উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তিনি যুবাদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। রাতের আহারের পর স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে খুলনার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন ও ফুলের মাধ্যমে সবাইকে বরণ করে নেয় খুলনা ধর্মপ্রদেশ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার লাভলু সরকার। তিনি সেন্ট পলস্ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানান এবং খুলনার ঐতিহ্য তুলে ধরেন। নৃত্য পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সান্ধ্যকালিন অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরিচিতি অনুষ্ঠান শুরু হয় বরিশাল ধর্মপ্রদেশের যুব বোনদের যুবসঙ্গীতের নৃত্যের মাধ্যমে। সঞ্চালকের আহ্বানে প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত যুব সমন্বয়কারী, সেক্রেটারিগণ এবং অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন ও ধর্মপ্রদেশ অনুযায়ী ফেসবুক প্রোফাইল তৈরি করেন ও সেই সাথে এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি শ্রদ্ধের আর্চবিশপ লরেল সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এপিসকপাল যুব কমিশনের নতুন অফিস সেক্রেটারি সিস্টার চম্পা রোজারিওকে ফুল দিয়ে কমিশনে বরণ করে নেন। অতঃপর ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিন

সকাল ৬:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনটি শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু। সকালের নাস্তার পর বর্ণাঢ্য যুবর‍্যালির জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং স্লোগান সম্পর্কে সঞ্চালক কমিটির পক্ষ থেকে অবগত করা হয়। যুব তীর্থের আলো শেলাবুনিয়া মোংলায় প্রত্যেকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্নাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। আনন্দঘন এই র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, শ্রদ্ধেয় বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি ও নিবাহী সচিব এবং জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি। ৩৮ তম জাতীয় যুব দিবস র‍্যালীতে যুবাদের বাণী ফুটে ওঠে প্লে-কার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুনের মাধ্যমে। যার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও সচেতনতা, মাদক বর্জন, টেকসই উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, প্রেরণ ও যুবাদের মিলন। র‍্যালী শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাবা হাবিবুন নাহার এমপি এবং অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গ। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা, পতাকা উত্তোলন, কবুতর উড়ানো এবং তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিচালনা করেন আরএনডিএম সিস্টারগণ। এ পর্যায়ে ফাদার বিকাশ জেমস্ বিকাশ রিবেরু সিএসসি প্রধান অতিথিদের করতালির মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানায় এবং যুব দিবস সম্পর্কে ধারণা দেন। অতপর বিশেষ অতিথি জনাব হাবিবুন নাহার তার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তার

বক্তব্যে বলেন, যুবারাই এই দেশকে রক্ষার জন্য বড় হাতিয়ার। আজকে যুবারা চেষ্টা করলে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এরপর শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ এবং প্রধান অতিথি যথাক্রমে যুব দিবসের লগো এবং হ্যারিটেজ কর্ণার উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের হ্যারিটেজ কর্ণার-এ ছিল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির খাবার, পোষাক ও বিভিন্ন ব্যবহার সামগ্রী। ধর্মপ্রদেশীয় স্টল ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফাদার, সিস্টার সংঘের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্যে বিভিন্ন বই এবং পত্র-পত্রিকার স্টল ছিল। সেই সাথে বিসিএসএম একটি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে স্টল রাখেন যেখানে সুন্দরবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বিভিন্ন উপস্থাপনা প্রদর্শন করে এবং তাদের বিগত বছরের কার্যক্রম সকলের সাথে সহভাগিতা করে। স্টল পরিদর্শন শেষ হলে দুপুরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই খুলনা ধর্মপ্রদেশ উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন। সাথে সাথেই বিশেষ অতিথিবর্গ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুরুতেই ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি বলেন, "যুবারা শুধু ভবিষ্যৎ নয়; তারা ঈশ্বরের চোখে বর্তমান।" তিনি যুবাদের নিজেদের আলো দিয়ে অন্য যুবাদের আলোকিত করতে আহ্বান জানান। এর পরেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধেয় ফাদার দানিয়েল মন্ডল। তিনি যুবাদের নিজ জীবনে লবণ এবং আলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেন। লবণ এবং আলো কোনোটাই কম বা বেশি হওয়া যাবে না। সব কিছুর ভারসাম্য রাখতে হবে। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সেন্ট পলস্ স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার জয়ন্ত কস্তা সিএসসি। তিনি যুবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে তাদের স্বপ্ন দেখতে হবে। এসময়ে তিনি উৎসাহ হিসেবে ড. এপিজে আবুল কালাম আজাদ এর উক্তি "স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখা, স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না" ব্যবহার করেন। এরপরে ক্রেস্ট প্রদান ও বক্তব্যের মাধ্যমে ৩৮ তম জাতীয় যুব দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর হ্যারিটেজ কর্ণার এর মূলভাবের উপর ভিত্তি করে কুইজ করা হয়। সেখানে প্রশ্ন ছিল মোট ৯টি এবং প্রতিযোগিতায় সকল অংশগ্রহণকারী অংশ নেয়। দুপুরের আহারের পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ মঞ্চে ক্রুশের পথ উপস্থাপন করেন, যা ক্রুশীয় যাত্রায় যুবাদের খুবই আলোকিত করেছে। বিকালের নাস্তা গ্রহণের পর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের যুবারা তাদের এনিমেশন উপস্থাপন করেন। এরপর মূলসুরের উপর ১ম সেশন শুরু হয় *"মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন (লুক ১:৩৯)"* সেশনটি সহভাগিতা করেন ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি। তিনি বলেন, যুব দিবস হলো "বিশ্বাসের উৎসব"। তোমাদের উপস্থিতি, তোমাদের আনন্দপূর্ণ বিশ্বাসই "জীবন্ত বাণী প্রচার"। যুবতী মারীয়ার মত তোমরাও যিশুকে অন্যের কাছে বহন সেবার উদ্দেশ্যে। কারণ যুবরাই হলো যুবদের কাছে বাণীপ্রচারের জন্য সর্বউত্তম। সন্ধ্যায় সকল অংশগ্রহণকারী, ফাদার, সিস্টার একসঙ্গে জলন্ত মোমবাতি নিয়ে হেঁটে হেঁটে রোজারিমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। রাতের আহার শেষে

ছবি: রিপন টলেন্টিনু

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ তাদের এনিমেশন উপস্থাপন করেন এবং পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে অংশগ্রহণ করে বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীগণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে উক্ত দিনের প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন করা হয় এবং একই সাথে সেদিনের সকল কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় দিন

দিনটি শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি। তিনি তাঁর উপদেশে বলেন, যুবারাই মণ্ডলীর প্রাণ। তাদের এক হয়ে মণ্ডলীর জন্য কাজ করে যেতে হবে। খ্রিস্টযাগ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২ জন ফুল ও কার্ডের মাধ্যমে বিশপকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন। সকালের নাস্তার পর ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ তাদের এনিমেশন উপস্থাপন করেন। ৩য় দিনের ১ম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করে দেয়া হয়। ১ম সেশন পরিচালনা করেন ফাদার রিপন রোজারিও এসজে। সেশনের বিষয় ছিল "মন যে বুঝে মনের কথা"। তিনি তার সেশনে সহভাগিতায় বলেন, যুবাদের আগে নিজেদেরকে ভালোবাসতে হবে। সেই সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও জোরালো করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, মানুষের চিন্তা ভাবনা ৮ কিমি এর মধ্যে থাকে। সবশেষে তিনি একটি উক্তি দিয়ে শেষ করেন, "জীবিত কালে কখনো ফুলস্টপ দিও না"। ২য় সেশন পরিচালনা করেন ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। বিষয় ছিল "যুবাদের জিজ্ঞাসা, যুব ধর্মশিক্ষা। তিনি তার সহভাগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি প্রশ্নের উওর নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বাসের ধাপ ১২টি। এছাড়াও তিনি পবিত্র বাইবেল, খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশপ ও কার্ডিনাল নিয়োগ এবং কত ধরণের কার্ডিনাল আছে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন যে, পবিত্র আত্মার পরিচালনায় বাইবেল লেখা হয়েছে। একই সাথে বাইবেল লেখা হয়েছে মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেয়ার জন্য এবং ভালো-মন্দ বুঝার জন্য। যিশু নিজেই বাইবেল। তিনি আরও বলেন যে, খ্রিস্টমণ্ডলীতে ৩ ধরণের কার্ডিনাল আছে। ৩য় সেশন পরিচালনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। উক্ত সেশনের বিষয় ছিল "জগতের আর্তনাদে যুবাদের সাড়াদান"। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন নিজের বাবা-মায়ের মত এই ধরণীর যত্ন নিতে হবে যুবাদেরকেই। তিনি এও বলেন যে, আমাদের ধরণীর কান্না শুনতে হবে, দরিদ্রদের কান্না শুনতে হবে, পরিবেশ ও প্রতিবেশীমুখী অর্থনীতি শুরু করতে হবে। একই সাথে তিনি পোপের বাণী *লাউদাতো সি* নিয়েও সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন যে, *লাউদাত্তো সি* কথার অর্থ তোমার প্রশংসা হোক। একইসাথে উক্ত সেশনের মাধ্যমে ৩টি ইয়ুথ কাউন্সিলিং ক্লাস শেষ হয়। শেষে সেশন পরিচালনাকারীদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ৩৮ তম যুব দিবসের যুব সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীরা এতে অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহার শেষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের এনিমেশনের মধ্যদিয়ে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হয়। বিকালে "স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখায়" (প্রতিষ্ঠিত যুবাদের স্বপ্ন ও জীবন সহভাগিতা) এই বিষয়ে ১ম সহভাগিতা করেন নকরেক আইটি এর প্রধান সুবীর নকরেক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ আইটি সেন্টার হিসেবে স্বার্থকতা ও তার কর্মজীবনের সংগ্রাম এবং অভিজ্ঞতা যুবক, যুবতীদের মাঝে তুলে ধরেন। এরপর তার সহভাগিতার উপর ভিত্তি করে করা কুইজের মাধমে ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৮ জন যুবক-যুবতী নির্বাচন করা হয় এবং তাদেরকে উপহার প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩২ তম বিসিএস ক্যাডার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপকর্মকর্তা জ্যাক পারভেজ রোজারিও তার শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। পরে তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কার্ড ও উপহার প্রদান করা হয়। এরপর উক্ত বিষয়ে ৩য় সহভাগিতা করেন স্যান্ডি ফ্রান্সিস পিরিজ। তিনি তার নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন এবং পাশাপাশি ফাদার অসীম গনসালভেস সিএসসি রেজিস্টার নটরডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর শুরু ও ভার্সিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

এরপর ভার্সিটির ২ জন শিক্ষার্থী আন্না গমেজ এবং মিলার রোজারিও তাদের সাক্ষ্য দেন। পরিশেষে নটরডেম ভার্সিটির ডকুমেন্টারি দিয়ে তাদের সহভাগিতা শেষ করেন। বিসিএসএম এর প্রেসিডেন্ট স্বপ্নীল লুইস ক্রুজ নটরডেম ভার্সিটির অধ্যক্ষকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বিকালে আবারও সিলেট ধর্মপ্রদেশ তাদের এনিমেশন প্রর্দশন করেন। বিকালে পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও পাপস্বীকারের আয়োজন করা হয় যা পরিচালনা করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশ এবং জিজাস ইয়ুথ। উল্লেখ্য যে, এতে প্রায় সকল যুবক-যুবতী ব্যক্তিগত পাপস্বীকার করেন। রাতের আহার শেষে সকলে আলোর উৎসব ও বন্ধুত্বের আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, যা যুবক-যুবতীদের অন্ধকার জীবন থেকে আলোর জীবনে প্রবেশ করতে ও যিশুর সাথে বন্ধুত্ব করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যার মধ্যে ছিল যুব কমিশনের রজত-জয়ন্তীর পথে পদার্পণস্বরূপ ২৫টি আতশ বাজি ফোটানো, রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫টি ফানুস উড়ানো এবং আগুন প্রজ্বালন। একই সাথে অ্যাকশন সং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হয় এবং নতুন বন্ধু খুঁজে নেয়। এরপরে সকলে একসাথে হলরুমে একত্রিত হয় এবং পরবর্তী দিনের এক্সপোজার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় এবং উক্ত দিনের মূল্যায়ন করা হয়। এরই মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয় এবং সকলে বিশ্রাম করতে যায়।

চতুর্থ দিন

উক্ত দিনটি শুরু হয় প্রাতঃকালীন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। যার মূলভাব ছিল প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরকে দেখা ও অনুভব করা। পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ। সকালের নাস্তার পর এক্সপোজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ফাদার লাভলু সরকার। যুব তীর্থে যাত্রার পূর্বে সকলে একসাথে প্রকৃতির টেকসই উন্নয়নে ৪০০ ফলজ ও বনজ এবং ঔষধী গাছ রোপন করে ও যুবমানব ক্রুশ ও জীবনবৃক্ষ ক্রুশ তৈরি করে। এই যুব তীর্থের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয় The Joy of Sundarban. যার মূল উদ্দেশ্য হলো "সুন্দরবনকে পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তুলতে যুবাদের চেতনা ও দায়িত্ববোধ"। এই যুবতীর্থ সকল অংশগ্রহণকারীর সাথে আরও অংশ নেয় শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি সহ সকল ধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারীগণ। সুন্দরবনে যাওয়ার জন্য ৩টি নৌকা ভাড়া করা হয়। ৩টি দলের অংশগ্রহণকারীরা সুন্দরবনে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে সকলে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে। এরপর সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করে, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে পশুপাখির সাথে পরিবেশবান্ধব আচরণ ও টিফিনের সকল বর্জ্যপদার্থ নিজ দায়িত্বে যথা স্থানে রাখার মধ্যদিয়ে সরকারী কর্মচারীসহ অন্য দর্শণার্থীদের কাছে সাক্ষ্যবহন করে। পরে সকলে আবার মিশনে ফিরে আসে এবং দুপুরের আহার গ্রহণ করে। এরপর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ তাদের এনিমেশন উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২ জন তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। এরপর ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সেমিনার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। এরপর মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। একই সাথে খ্রিস্টযাগের পরপরই ৮টি ধর্মপ্রদেশের যুব প্রতিনিধিগণ ও যুবক-যুবতীগণ যুব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এরপর যুব দিবসের অনুভূতি প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে। ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৮ জন যুবক যুবতীদের মাঝে প্রেরণবাণী দেওয়া হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু। একই সাথে যুব ক্রুশ হস্তান্তর করা হয় সিলেট ধর্মপ্রদেশের যুবক-যুবতীদের হাতে। রাতের আহার শেষে বরিশাল ধর্মপ্রদেশ তাদের এনিমেশন উপস্থাপন করেন অতঃপর ৩৮তম যুব দিবসের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ভিক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস এবং একটি ভিডিও দেখানো হয়। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে অংশ নেয় রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীগণ। অনুষ্ঠান শেষে রাত ১২টার সময় ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারের দিকে বিশপ ও ফাদারগণের নেতৃতে শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, সেই সাথে দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন ফাদার নবিন পিউস কস্তা। এরপর ছোট প্রার্থনার মাধ্যমে উক্ত দিনের সকল কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

পঞ্চম দিন

দিনটি শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার লাভলু সরকার। খ্রিস্টযাগের পরে তাকে ফুল ও কার্ডের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সকালের নাস্তার পর প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের যুবক-যুবতীরা আবার তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। এরই মধ্যদিয়ে ৫ দিন ব্যাপী যুব তীর্থের সমাপ্তি ঘটে।

জাতীয় যুব দিবস পালনের মধ্যদিয়ে যুবাদের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও একাত্মততার বন্ধনে সজ্জিত হয়ে যুবারা প্রেরিত হয়েছে নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে। তারা তাদের জীববন সহভাগিতা, সাক্ষ্যদান ও কাজের মধ্যদিয়ে অন্য যুবকদের চালিত করবে॥

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেলকে যেভাবে দেখেছি

(৯ পৃষ্ঠার পর)

বিপদগ্রস্ত অভাবী ও অসুস্থ মানুষকে সাহায্য করেছেন। যে কোন ঝামেলা বা সমস্যায় তিনি দ্রুত সমাধান দিতে পারতেন। কোন ফাদারকে ঘিরে কোন অনুষ্ঠান থাকলে তিনি সেইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। যেমন– আমরা জানি তিনি সহজে কোন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর দেওয়া তারিখ পরিবর্তন করতেন না। আমরা যখন বক্সনগরে ফাদার রবিনের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করি আর্চবিশপ মাইকেলকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম। কিন্তু কুমিল্লা ফাতেমা রাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আগেই তাঁর তারিখ দেওয়া ছিল। তারপরও তিনি সেই প্রোগ্রাম বাতিল করে বক্সনগর এসেছিলেন। কারণ তিনি চিন্তা করেছেন একজন পুরোহিত ২৫ বৎসর মণ্ডলীতে তার যাজকীয় সেবা দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের দায়িত্ব।

আর্চবিশপ মাইকেলের প্রার্থনাশীল জীবন আমাদেরকে অনেক স্পর্শ করত। প্রাহরিক প্রার্থনা, জপমালা প্রার্থনা, নিয়মিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গে তাঁর কোন অবহেলা ছিল না। তিনি পালকীয় সফরে কোথাও গেলে প্রাহরিক প্রার্থনার বইটি নিতে কোন ভুল করতেন না। বারান্দায় হেঁটে হেঁটে তিনি সুন্দর মনোযোগের সাথে প্রার্থনা করতেন। সত্যি তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানুষ। আর্চবিশপ মাইকেলের কিছু অনন্য সাধারণ গুণ ছিল যেগুলি তাঁকে মহৎ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছে। বিভিন্ন সময় প্রয়োজনে যখন কোন ফাদার, ব্রতধারী বা ব্রতধারিণী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা খ্রিস্টভক্তগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে তারা চমৎকৃত হয়ে যেতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র কাথলিকদের মধ্যে না, কিন্তু অন্য মণ্ডলী ও ধর্মের ভাই-বোনদের মাঝেও বিস্তৃত ছিল। তাঁর জীবনের প্রাচুর্য বা সৌন্দর্য ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতা। যখন কেউ আর্চবিশপের সাথে দেখা করতে আসতেন বা কারো সাথে তাঁর দেখা হয়ে যেত তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর ভাল মন্দ খবরাখবর নিতেন। তিনি সবার সাথে সমান আচরণ করতেন। এখানে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিষয়গুলো ছিল গৌণ, তিনি মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী এটাই প্রধান বিষয়। তিনি কখনো কারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নি। কারণ তিনি ছিলেন ন্যায্যতার মানুষ। এ কথা বলতে দ্বিধা যে নেই তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে অনেক বড় বড় স্থাপনা তিনি নির্মণ করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন-যাপন ছিল অতি সাধারণ। আজ যদিও আর্চবিশপ মাইকেল বেঁচে নেই কিন্তু হাজার হাজার ভক্তের অন্তরে তিনি তাঁর সুন্দর জীবনের আদর্শ দিয়ে বেঁচে থাকবেন চিরদিন, চিরকাল। ঈশ্বর তাঁর এই ভক্তকে চিরশান্তি দান করুন॥

অবিস্মরণীয় ৫ মার্চ, এসএমআরএ সংঘের শুভ সূচনার স্মরণীয় দিন

সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ

যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র রচিলে তুমি অতি যতনে
তা আজি পরিপূর্ণ স্বাদে সৌরভে গানে
তোমারই কীর্তিতে মুখরিত আজি দেশ দিগন্ত,
মারীয়া সঙ্গিনী সমাজই সেই সাক্ষ্য জীবন্ত
সুরভিত আর কুসুমিত সেই উদ্যান স্মরণে
শতকোটি প্রণাম রাখি তোমারই চরণে।।

"বৃষ্টি নামলো, বন্যা এলো ঝড়ো-হাওয়া বইলো এবং ঘরের উপর আঘাত করল- কিন্তু তবুও ঘরটা ভেঙ্গে পড়ল না- কারণ সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাথরের উপর তা গেঁথে তুলেছিলেন।" (মথি: ৭:১৫পদ)। বিংশ শতকে বঙ্গের মণ্ডলীর জন্যে বিশ্বপিতার বিস্ময়কর উপহার প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘ। অঙ্কুরোদগমনের স্বপ্ন দেখা থেকে বর্তমান বাস্তব রূপ প্রাপ্তির মহান কর্মযজ্ঞের স্থপতি, শিল্পী আমাদের প্রাত:স্মরণীয় মণীষীত্রয় শ্রদ্ধাভাজন বিশপ যোসেফ ল্যাগ্রাণ্ড, সিএসসি, নমস্য প্রতিষ্ঠাতা পিতা বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি ও মহীয়সী নারী আমাদের সহ-স্থাপন কর্ত্রী মা সিস্টার রোজ বার্ণার্ড সিএসসি। তাদের গভীর অধ্যাত্মমণ্ডিত স্বপ্নের মানসকন্যা "প্রেরিতগণের রাণী মরীয়ার সঙ্গিনী ধর্ম সংঘটি। স্বপ্নদ্রষ্টা বিশপ ল্যাগ্রাণ্ড এর স্বপ্ন, নমস্য প্রতিষ্ঠাতা পিতা বিশপ তিমথি জন ক্রাউলি ও সিস্টার রোজ বার্ণার্ডের যৌথ ধ্যান-ধারণা ও মনোবাসনা কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। স্বপ্নদর্শী বিশপ ল্যাগ্রাণ্ড এর মানস কন্যা বাস্তবে রূপায়িত হবার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল।

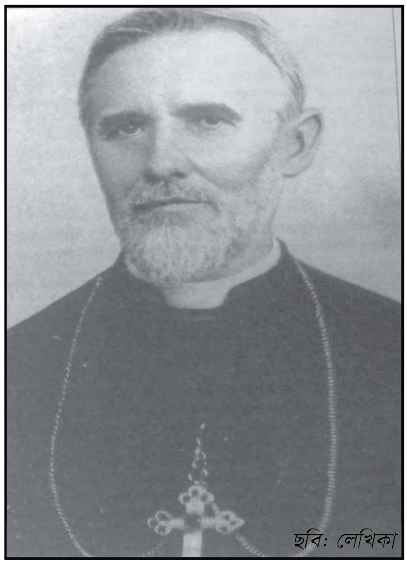
ছবি: লেখিকা
নমস্য পিতা বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি

স্থাপনকর্ত্রীমা তাঁর সাধের বাগানের সাতটি চারা গাছকে অতি সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজে নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। মহাপ্রাণ দু'জনে মিলে যে নিরলস পরিশ্রমে নিপুণ স্থপতির মত এই সংঘের ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে তুলেছেন, তারই সুফল আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা পাথরের উপরই সংঘ স্থাপন করে গেছেন। সত্যি মহাপ্রাণ মনীষীত্রয় প্রভুর বাণীর সেই আলো ও লবণ স্বরূপ, যে আলোয় আমরা আলোকিত হয়ে খ্রিস্টেরই স্বাদ আমাদের প্রৈরিতিক সেবার মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছি।

১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৫ মার্চ সাত জন যুবতী মেয়েকে নিয়ে "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের সূচনা হয়েছিল। তাই প্রতিবছরের ৫ মার্চ আমাদের এসএমআরএ সংঘের জন্য

ছবি: লেখিকা
মহিয়সী নারী সহ-স্থাপন কর্ত্রী মা সিস্টার রোজ বার্ণার্ড সিএসসি

এক গৌরবোজ্জ্বল, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মরণীয় ও বরণীয় দিন। প্রিয় মাতৃসমা সংঘটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে শৈশব-কৈশোর যৌবন পেরিয়ে সুদীর্ঘ নব্বই বছর অতিক্রম করে পরিপক্কতার শিখরে আছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ বর্ষের স্মরণীয় ৫ মার্চ আমাদের কাছে নতুন হয়ে ধরা দিক। আজকের এই দিন অনেক সুখ-স্মৃতিতে জড়িত একটি অতীব আনন্দের ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকের এই দিন সংঘের প্রত্যেকজন সভ্যার জন্য প্রভুকে প্রাণ ভরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দিন। আজিকের এই দিন ফিরে দেখার দিন, মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নতুন প্রেরণায় নতুন চেতনায় জেগে ওঠে এগিয়ে যাবার শপথ গ্রহণের দিন। আমাদের মণীষীত্রয় স্বর্গ থেকে অনেক অনেক আশীর্বাদ বর্ষণ করুণ তাদেরই মানস কন্যা এই সংঘটির জন্য।

জীবনালেখ্য ধ্যানে স্মৃতির পাতা: দেশীয় সন্ন্যাসব্রতী সংঘের স্বপ্ন বাস্তবায়ন- ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা কিভাবে অলক্ষ্যে থেকে ক্ষেত্র, বীজ প্রস্তুত করে যাচ্ছিল; তা একটু থেমে চিন্তা করলে কৃতজ্ঞতায় আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে। সময় এসেছে যাতে সংঘের নবীনা ভগিনীগণ সংঘমাতার গোড়ার কথা জেনে মনে-প্রাণে সমস্ত অন্তর দিয়ে সংঘকে ভালবাসতে পারেন। আমরাও সংঘের এই সুদীর্ঘ পথ-যাত্রায় বার বার গোড়ার কথা জেনে আমাদের মহাদর্শনলব্ধ মণীষীত্রয়ের জীবনালেখ্য স্মৃতিচারণ করে, তাদের আধ্যাত্মিকতায় স্নাত হয়ে সংঘকে আরো বেশী ভালবাসতে চাই। তাই আসুন এখন আমরা আমাদের মাতৃসমা সংঘটির শুভ সূচনার স্মৃতির পাতায় ফিরে তাকাই। কিছুক্ষণ ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের স্মৃতির পাতায় বিচরণ করি জীবনালেখ্য ধ্যানের মাধ্যমে।

১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষে ১ মার্চ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী তুমিলিয়ায় নতুন সন্ন্যাসব্রতী সংঘ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেন্ট মেরীস্ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীর মধ্যে আটজন বিশপের আহ্বানে সাড়া দেন। বিশপের পরিকল্পনা অনুসারে আট জন প্রার্থী ৩ দিনের নির্জন ধ্যান সাধনা করে সময় অতিবাহিত করেন। সিস্টার রোজ বাণাডের সাথে আলোচনা করে এই নতুন প্রার্থীদের পরিচালনার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হয়। সিস্টার রোজ বার্ণাড নতুন সন্ন্যাসব্রতী সংঘটির গোড়াপত্তনে এবং ক্রমবিকাশে বিশপ ক্রাউলীর সহযোগী হয়ে সক্রিয় ভুমিকা পালনে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন।

১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৫ মার্চ, রবিবার দিন সেই আটজন প্রার্থীকে নিয়ে তুমিলিয়ায়, হলিক্রস সংঘের সিস্টারদের চ্যাপিলে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের জন্ম হয়। ১৯৩৩ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষের ৫ মার্চ, সুদীর্ঘ এই পথযাত্রায় পরম পিতার অগাধ ভালোবাসায় আমরা জড়িয়ে আছি, কতশত আশীর্বাদে ধন্য আমাদের এই মাতৃসমা এসএমআরএ সংঘ। প্রাণের কৃতাঞ্জলি নিবেদন করি পরম পিতার শ্রীচরণে।

১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৬ ডিসেম্বর রোম নগরের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা হতে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে একটি নতুন সন্ন্যাসব্রতী সংঘ (পাইয়াস ইউনিয়ন) স্থাপনের অনুমতি আসে। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশপ ক্রাউলী সেই সাতজনকে নিয়ে ১৯৩৪ খ্রিস্টবর্ষের ৪ জানুয়ারি তুমিলিয়ায় সাধু যোহন বাপ্তিস্তের ধর্মপল্লীতে "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সন্ন্যাসব্রতী সংঘটি স্থাপন করেন। তাঁরা লবণ ও আলোর মতো নিজেকে তিলে তিলে দান করে সংঘকে ধরে রেখেছেন, বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও প্রচার কাজ করে খ্রিস্টগুরুকে প্রচার করেছেন। তাই এখনো লবণ ও আলো হয়েই আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন।

পরম পিতার মহান আশীর্বাদে এই বিনম্র আরম্ভ- ক্ষুদ্র সরিষা বীজ আজ শুধুমাত্র যোগ্যতা সম্পন্ন নার্স ও শিক্ষিকাই নহে- অন্যান্য প্রেরণ দায়িত্বে সিদ্ধহস্ত, ধর্মপল্লীর মঙ্গলের চিহ্ন খামি স্বরূপ, শিক্ষা-সেবায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে আলো, লবণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ আমরা ধন্য; আমরা গর্বিত আমাদের এই মাতৃসমা সংঘটির জন্য। এসএমআরএ সংঘ আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব আমাদের গৌরব। প্রাতঃস্মরণীয়া মণীষীত্রয় ছিলেন বলেই আমাদের সংঘটি আছে; আমরা আছি। আগামীদিনের পথচলায় পরম পিতার মহা আশীর্বাদ, পুত্র যিশুর সাহচর্য, পরম আত্মার অধিষ্ঠান এবং রাণী মায়ের স্নেহাশ্রয় আমাদের ঘিরে রাখুন॥

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

ঐতিহাসিক মুজিবনগর

ভৌগলিকভাবে পলাশী ও বৈদ্যনাথতলা বেশ কাছাকাছি। এইদুটি স্থানই বাঙালি জীবনে স্মরণীয়। জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যর্থতার; অপরটি পূর্ণতার স্থান। পলাশীর আম্রকুঞ্জে বাঙালি হারায় স্বাধীনতা, আর বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকুঞ্জে তা ফিরে পাওয়ার শপথ গ্রহণ। সে হিসাবে ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌমভাবে "সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের" প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। এই ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সমার্থক দলিল। এর সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং যুদ্ধকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করে। সেই সময় থেকেই বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর নামে পরিচিত হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশে দিনটি পালিত হয় "মুজিবনগর দিবস হিসাবে।

এই দিবসটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডুয়ার্ড কেনেডি। তিনি সমর্থন দিয়ে, স্বাধীনতার ফিলাডেলফিয়ার আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে তুলনা করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমনের পর আওয়ামীলীগ এবং যুব ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা ভারতের সীমানা পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সংগঠিত হয় বিভিন্ন সেক্টরে।

তাজউদ্দিন আহমেদ ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় পশ্চিম বাংলার সীমান্তে হাজির হয়ে, ভারতের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থী, বাংলাদেশের নেতাদের মনে স্পষ্ট ছিল। তা হলো প্রথমে আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং শেষে আঘাত বা যুদ্ধ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল পরিচালনার জন্য আবশ্যক ছিল প্রথমত জনগণের ব্যাপক সমর্থন, দ্বিতীয়টি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থান, শেষটি হল সমরাস্ত্রসহ অন্যান্য উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন ও নির্বাচন জয় আওয়ামী লীগের প্রথম শর্তটি নিশ্চিত করেছিলেন ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা। ভারতের প্রসাশনের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিনের দিল্লীতে বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় সংসদে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমনের নিন্দা করে, সে বিলটি ৩১ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। ইন্দিরা গান্ধী তখন বাংলাদেশ নিরীহ জনগণের উপর পাকিস্তানী হামলার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ভারতের রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন "It is our bounden duty to take up the cause of the East Bengal people as our own". যুদ্ধবিধস্ত অসহায় বাংলাদেশের জনগণের জন্য এপ্রিলের শুরুতে ভারতের সীমানা উন্মুক্ত রাখা হয়। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালাবার অধিকার দান করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য ক্ষেত্র নিশ্চিত করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

দিল্লী থেকে ফিরে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তাজউদ্দিন আহমদ কাল বিলম্ব না করে সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠন করেন ১০ এপ্রিল, আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে মুজিব নগর দিবস আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতায়: শামস রহমান, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া।

"তোমার স্মৃতি সর্বদা আলো হয়ে, আমাদের পথ দেখায়।"

প্রয়াত রোজ পুতুল রোজারিও
জন্ম : ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মধুর আমার মায়ের হাসি, চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার, মাকে মনে পড়ে।

বেদনাময় ১০ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ভোর ৫.৪৫ মিনিটে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে স্বর্গধামে চলে গিয়েছ। সেই কষ্টময় স্মৃতি অন্তরে ধারণ করেই ১০ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ চলে এলো। এক বছর ঘুরে তোমার স্মৃতিগুলো এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না। মনে হয়, তুমি আছ আমাদের মাঝে। তোমার হাসি, কথা ও উপস্থিতি আমরা অনুভব করি। পরিবারের সবাই তোমার কবরে রোজারিমালা প্রার্থনা করি ও মোমবাতি প্রজ্বলন করি। তোমার কবরের- পাশে বসে আমাদের আনন্দ-বেদনার কথা বলি। মনে হয় যেন তুমি আমাদের পাশে বসে আমাদের সান্তনা দিচ্ছ।

তুমি আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করো যেন তোমার আশীর্বাদে ও আদর্শে আমরা আমাদের পরিবার পরিচালনা করতে পারি। ঈশ্বর তোমার আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

আমেন!

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

সন্তানগণ, নাতী-নাতনীগণ
স্বামী: রেমন্ড রোজারিও

বিজ্ঞ/৭৭/২৩

স্বাস্থ্যকথা

কোলেস্টেরল ও সুস্থতা (Cholesterol Blocking Artery)

ডাক্তার অপূর্ব চৌধুরী

দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ এখন একটি শব্দের সঙ্গে বেশ পরিচিত। কোলেস্টেরল। শরীরে কতটুকু কোলেস্টেরল, রক্তে কতটুকু কোলেস্টেরল, এ নিয়ে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানুষ এখন শরীর সচেতন। কিন্তু এই কোলেস্টেরল কি অথবা কেন শরীরের ব্লাড প্রেশার থেকে হার্ট বিষয়ক জটিলতায় কোলেস্টেরলের ভূমিকা থাকে। কেন রক্তে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি কোলেস্টেরল শরীরের জন্য খারাপ, হৃদপিণ্ডের জন্য খারাপ, রক্ত চলাচলে খারাপ এবং মুহূর্তে মৃত্যু এনে দেয়ার মতো ধ্বংসাত্মক মাত্রা, সে সম্পর্কে জানা তাই জরুরী।

কোলেস্টেরল, এটি এক ধরনের ফ্যাট। এটি শরীরের প্রতিটি কোষে থাকে। বিশেষ করে কোষের মেমব্রেন এবং কোষের ভেতরে। বিভিন্ন হরমোন তৈরি, কোষের মেমব্রেন তৈরি, ভিটামিন ডি উৎপাদন, ব্রেন এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন কাজে হেল্প করা এই কোলেস্টেরলের কাজ। তখন কোলেস্টেরলকে রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হয় এই কাজগুলোর জন্য। তবে কোলেস্টেরল একা ঘুরে বেড়াতে পারে না রক্তে। রক্তের ভেতর কোলেস্টেরলকে বলে লিপিড। এই লিপিড প্রোটিনের সঙ্গে গাঁট বেঁধে রক্তে থাকে এবং শরীরের যেখানে দরকার ছুটে যায়। প্রোটিন এবং লিপিডকে তখন এক সঙ্গে বলে লিপপ্রোটিন। এমন করে লিভার থেকে তৈরি হওয়া কোলেস্টেরল রক্তে লিপপ্রোটিন আকারে ঘুরে বেড়ায়। কোষে, কোষের বাহিরে, কোষের প্রাচীরে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এই কোলেস্টেরলের বেশিরভাগ তৈরি করে লিভার। অল্প কিছু তৈরি হয় অন্ত্রে। লিভারের কোষের ভেতর এই কোলেস্টেরল তৈরি হতে ৩৭টি স্টেপ অতিক্রম করতে হয়।

শরীরের প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরলের উৎস দুটি। শরীরের ভেতর লিভার এবং শরীরের বাহিরে বিভিন্ন ধরনের খাবার। সুতরাং, শুরুতে এটি ধরে নিতে হয়- কোলেস্টেরল শরীরের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এটি ক্ষতিকর কিছু নয়। তবে বেশি কোলেস্টেরল শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অনেক ধরনের ক্ষতির মধ্যে রক্তে জমাট বেঁধে রক্ত চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করে। এমন করে ব্রেনে রক্ত চলাচলে বাঁধা দিলে পরিণতিতে যা হয়, সেটা হলো স্ট্রোক। আবার হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচলে বাঁধা দিলে হয় হার্ট এট্যাক কিংবা কার্ডিয়াক এরেস্টের মতো মৃত্যুঘাতী মুহূর্ত।

কিন্তু প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল শরীরের কয়েকটি জায়গায় খুব প্রয়োজন। ব্রেন, হার্ট, নার্ভ, অন্ত্র এবং স্কিনে। স্কিনে ভিটামিন ডি তৈরিতে এটি সাহায্য করে। পেটে বাইল জোগান এবং লিভার থেকে উৎপাদনে সাহায্য করে, যা পরবর্তীতে ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করতে সাহায্য করে। এটি বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে, যা আমাদের হাড় থেকে পেশিতে কাজ করে। দাঁত থেকে মস্তিষ্কে কাজ করে। সমস্যা হয় তখনই, যখন শরীরের এই প্রয়োজনের বেশি কোলেস্টেরল শরীরে উপস্থিত থাকে, জমা হতে থাকে, উৎপাদন হতে থাকে।

কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে কয়েকটি কারণে।

১) জেনেটিক্স।
২) অলস পরিশ্রমহীন অথবা ব্যায়ামহীন জীবন।
৩) অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট জাতীয় খাবার খাওয়া।
৪) অতিরিক্ত ধূমপান এবং মদ্যপান করলে।

বেশিভাগ লোকের শরীরে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ খাদ্য। ভুল খাবার। বিশেষ করে স্যাচুরেটেড ফ্যাট খাবার। যেমন- মাংস, দুধ, পামওয়েল, কোকোনাট অয়েল, বাটার, দই, চকোলেট, পনির, বিস্কুট, কেক এবং বিভিন্ন ভাজা পোড়া খাদ্য। এসব খাদ্যে অনেক পরিমাণ স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। এটি খারাপ ফ্যাট। কারণ হলো- এই ফ্যাট লিভারের LDL জাতীয় ফ্যাটের রিসেপ্টরের কাজে বাঁধা দেয়। এতে লিভার LDL জাতীয় ফ্যাটকে রক্তে নিয়ন্ত্রণে বাধাগ্রস্ত হয় এবং রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তবে অল্প পরিমাণ স্যাটুরেটেড ফ্যাট শরীরের তেমন ক্ষতি করে না। দৈনিক ২০ থেকে ৩০ গ্রাম স্যাচুরেটেড ফ্যাট রিকোমেন্ডেড মাত্রা। রক্তে কোলেস্টেরল লিপিড আকারে থাকে। এই লিপিড রক্তের প্রোটিনের সঙ্গে একজোট হয়ে লিপপ্রোটিন আকারে থাকে। রক্তের এই কোলেস্টেরল কয়েক প্রকারের হয়। LDL cholesterol low density lipoprotein এটিকে বলে খারাপ কোলেস্টেরল। কারণ এটিতে অনেক বেশি পরিমাণ লিপিড থাকে, কম পরিমাণ প্রোটিন থাকে। বেশি লিপিড থাকা মানে বেশি কোলেস্টেরল থাকা রক্তে। তাই রক্তে এটি বেড়ে গেলে বুঝবেন শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

HDL cholesterol বা high density lipoprotein এটিকে বলে ভাল কোলেস্টেরল। কারণ এতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন থাকে কিন্তু অল্প লিপিড বা কোলেস্টেরল থাকে। রক্তে HDL বেশি থাকলে ভাল। কারণ এটির প্রোটিন রক্ত থেকে কোলেস্টেরলকে নিয়ে লিভারে ছেড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলে, এতে রক্তে কোলেস্টেরল কমে যায় জমলে বা বেড়ে গেলে । - তথ্য সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2022-2023/619 Date: 08th March, 2023

Re-Advertisement for the Spoken English & Life Style Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 40th batch of Spoken English & Life Style **Course. The course details are as follows:**

Focus area of the course	:	Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date	:	20th March, 2023
Duration of the course	:	2 months
Course fee	:	Tk. 3,500 /- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	:	Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form	:	Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit and Submission http://www.cccul.com/
Last day of admission	:	18th March, 2023
Admission eligibility	:	Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.

- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- ❖ Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day in office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Michael John Gomes
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/৮১/২৩

দশ টাকার নোট

সংগ্রামী মানব

লুসি নামক একজন নাবালিকা সবেমাত্র চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। লুসির পিতা রনক ও মাতা সহিনী খুবই ধর্মভীরু। কাথলিক খ্রিস্টান পরিবারে তাদের বেড়ে ওঠা। লুসির গঠনও কাথলিক বিশ্বাস কেন্দ্রিক। প্রায়শ্চিত্যের প্রথম সোমবার। স্কুলে যাওয়ার জন্যে লুসি বের হল। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে মাকে বলল, মা দশটি

টাকা হবে। মা সহিনী মুচকি হেসে দশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিল তার অতি আদরের মেয়ের দিকে। টাকা পেয়ে সোজা মেঠো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। মিনিট দশেকের মধ্যেই সে স্কুলে পৌঁছে গেল। পাঠদান শুরু হল ঠিক দশটায়। তখন আনুমানিক ১টা বাজে। টিফিনের ঘন্টা বেঁজে উঠল। লুসি সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার নোটটি হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। সে আজকে ঝালমুড়ি খাবে। ঝালমুড়ি খুবই পছন্দের একটি খাবার। দশ টাকায় অনেক ঝালমুড়ি পাবে এ ভেবে সে আনন্দে আত্মহারা। সে ঝালমুড়িওয়ালাকে দেখে বলল, মামা, দশটাকার ঝালমুড়ি দেন। লুসি, টাকাটা ঝালমুড়িওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিল। এমন সময় একজন ভদ্র মহিলার আগমন ঘটল। সেই মহিলাটি লুসির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, মা, আমি তিনদিন যাবত না খেয়ে আছি। ক্ষুধার জ্বালায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। অনেক ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার কাছে কিছু টাকা হবে। লুসি ঝালমুড়িওয়ালাকে বলল, মামা থামেন, আমার ঝালমুড়ি লাগবে না। তখন লুসি ওই দশটাকার নোট সেই ভদ্র মহিলাকে দিয়ে দিলো। ভদ্র মহিলা লুসির মাথায় হাত রেখে বলল, মা, আমি তোমায় আশীর্বাদ করি, তুমি অনেক বড় হও। তোমার মনটা সত্যিই অনেক সুন্দর।

প্রিয় বন্ধুরা, এসো আমরা উদার হাতে দান করি। প্রায়শ্চিত্তের যাত্রায় আমরা যেন আরও দানশীল হই। তোমরা কি পারবে দানশীল হতে?

অরিন রোজারিও
৬ষ্ঠ শ্রেণি

তপস্যাকালীন জীবন সাধন

যীশু বাউল

দান-উপবাস ও প্রার্থনার
ত্রিমুখী তরী বেয়ে; গড়ে ওঠে শুদ্ধ জীবন
মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের আদলে।

ক্ষমা-ত্যাগ ও তপস্যার
নিভৃত কাননে, শুদ্ধ-সুন্দর জীবনের গতি
মানুষের কল্যাণ ব্রত ধ্যানে-জ্ঞানে।

পাপ-কালিমার পথ
পাড়ি দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা মাঝে
তপস্যাকালে ঐশ-কৃপা-অনুগ্রহ অর্জনে।

তপস্যার নিরিবিলি বনে
অন্তর-আত্মা জেগে ওঠে
ভালবাসার দহনে, মঙ্গলের সুবাতাসে।

সাধনার নিবিড় যাত্রা পথ
সচল-প্রাণবন্ত, জগতের মাঝে
আমি পথিক জেগে রই,
শুদ্ধ জীবনের জন্যে।

জেগে উঠো নারী

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

হে নারী
তুমিতো শুধু একজন নারী নও
তুমি একজন মা
তুমি একজন অভিভাবক
তুমি একজন স্ত্রী, বন্ধু
অথচ সারাটা বছর ভুলে থাকি
নারীদের সন্মান ও মর্যাদার কথা
বছর ঘুরে নারী দিবস এলেই
মনে পড়ে শুধু নারীদের কথা।
যদি তাই না হতো
তাহলে আজও কেন
নারীদের প্রতি এতো নির্যাতন?
কেন নারী-পুরুষে বিস্তর বৈষম্য
কেনই বা পাচ্ছেনা ন্যায্য শ্রমের মূল্য
আজও কেন আপোষ করতে হয় নারীদের
নারী কি খেলার পুতুল?
খেলা শেষ হলো
আর ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম?
সারা বিশ্বে নারীরা আজ এগিয়ে
শিক্ষা, সমাজ সেবা, দেশ শাসনে
নারীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়
সুতরাং হে নারীগণ
তোমরা ভয়ে ঘুমন্ত যারা
তোমরা বীরদর্পে জেগে উঠো
অন্যায় অত্যাচারে প্রতিবাদী হও
তোমরা ন্যায্য অধিকার কেড়ে নাও
দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করো॥

প্রভুর কথা শোনো, একসাথে চলো আর সাক্ষ্য দান করো

- *আমেরিকার সেমিনারীয়ানদের প্রতি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস*

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

১৭৫ বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিকার ওহিও অঙ্গরাজ্যের ক্লেবেল্যাণ্ডে অবস্থিত সেন্ট মেরীস্ সেমিনারীর পুরোহিত, ডিকন, সেমিনারীয়ান ও স্টাফগণ গত সোমবার (৭/৩) পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই ক্লেবেল্যাণ্ডের বিশপ এডুয়ার্ড মালেজিক সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং পরে পোপ মহোদয় বক্তব্য দেন। এই সেমিনারী বিগত ২ শতাব্দী ধরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরোহিত গঠন করতে পেরেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। প্রেরণধর্মী শিষ্যত্বের আহ্বানে জীবন-যাপন করে ঈশ্বরের পুণ্যজনদের সহায়তা করতে যে সকল খ্রিস্টভক্ত বিশেষ সেবাদায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে ও ডিকনদেরকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে সেমিনারীটি এখনও তাদের মিশন অব্যাহত রেখেছে বলে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন। প্রস্তুতকৃত বক্তব্যে পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, গঠনের এই মিশন সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ; যা এই সিনোডাল যাত্রাতেও অব্যাহত থাকবে বিশেষভাবে- প্রভুকে শ্রবণ, একসাথে চলা এবং সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে।

প্রভুকে শ্রবণ: পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন যে 'প্রভুকে শ্রবণ' আমাদের জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য; কেননা আমরা নিজেরা কিছুই করতে পারিনা। নিজের সম্বন্ধে এই সচেতনতা আমাদেরকে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করতে, প্রার্থনায় বিশেষভাবে নীরবে পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে কিছু সময় কাটাতে এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গী হতে সহায়তা করবে।

প্রভু আপনাকে কি বলতে চান তা শুনতে নিজেকে প্রভুর সামনে উপস্থাপন করার গুরুত্ব কখনো ভুলে যাবেন না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের হৃদয় গভীরে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে ও তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা আমাদের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য, বিশেষভাবে যখন আমরা জরুরী ও কঠিন কাজসমূহের মুখোমুখি হই।

পোপ মহোদয় বলেন, সেমিনারী জীবন ইতোমধ্যে প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে যা সেবাকাজের জন্য দরকারী এবং প্রভুর কথা শোনা আমাদেরকে বিশ্বাসের প্রতি সাড়া দিতে সাহায্য করে। যাতে আমরা কার্যকর উপায়ে খাঁটি ও আনন্দপূর্ণভাবে মঙ্গলসমাচারের সত্য ও সৌন্দর্য শিক্ষা দিতে এবং ঘোষণা করতে পারি।

একসাথে চলা: সেমিনারীতে যারা থাকে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বময় মিলনবোধের চেতনাকে আরও গভীর করার গুরুত্বের উপর জোর দেবার সাথে সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপ, সন্ন্যাসব্রতী-ব্রতিনী ও ভক্তজনগণের সাথেও মিলনবোধ রাখতে হয় সর্বজনীন মণ্ডলীর চেতনাকে ধারণ করে।

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, আমরা এমন একজন মহান লোকের অংশ যিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন বিশেষ অধিকার হিসেবে নয়। একইভাবে, তোমাদের আহ্বানকেও খ্রিস্টের দেহ গঠনের সেবায় নিবেদিত করতে হবে।

যাজকীয় পালকীয় সেবাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথ, অন্যদেরকে উৎসাহ দান এবং মেষপালকে সর্বদা সঙ্গদান বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

সাক্ষ্যদান করা: পোপ মহোদয় বলেন, প্রভুর বাণী শোনা এবং একসাথে চলা 'বর্তমান বিশ্বে আমাদেরকে যিশুর জীবন্ত চিহ্ন' হয়ে ওঠতে সাহায্য করবে এবং এইভাবে আমরা আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করতে পারি। পোপ মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, সেমিনারীর গঠন সেমিনারীয়ানদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হতে প্রস্তুত করবে যেন তারা পরিপূর্ণ প্রেমে ও অখণ্ড হৃদয়ে ঈশ্বর ও তাঁর জনগণকে সেবা করতে পারে।

জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বর সর্বদা প্রত্যেকের সাথে আছেন তা সকলকে বুঝাতে মণ্ডলীতে তোমার উদ্যম, উদারতা ও উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। ইতোমধ্যেই তোমরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও দয়াপূর্ণ সেবাদায়িত্বে জড়িত আছো এবং ভবিষ্যতেও তা সম্পাদন করে ও বিশেষভাবে দরিদ্র-প্রান্তিকজনের কাছে খ্রিস্টের দয়াময় ভালবাসার সাক্ষ্যদান এবং সহভাগিতা করে মণ্ডলীর চিহ্ন হয়ে ওঠো সে প্রার্থনা করি।

প্রভুর বাণী শ্রবণ, একসাথে চলা এবং সাক্ষ্যদান - এগুলো হলো মণ্ডলীর সিনোডাল যাত্রার প্রধান উপাদানসমূহ যা যাজকীয় জীবনের প্রস্তুতিতেও সমান গুরুত্ব বহন করে॥ - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৩/৩৮ তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের নোটিশ

এতদ্বারা ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত ২২/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ০৫/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এ অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ১ (এক) জন সম্পাদক, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ৭ (সাত) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনী তফসিলসহ যাবতীয় তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হবে।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

পলাশ জোনাস কস্তা
সভাপতি
ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:
তেজগাঁও, ঢাকা।

জুয়েল প্রনয় রিবেরু
সম্পাদক
ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:
তেজগাঁও, ঢাকা।

১। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা। ৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড।

বিজ্ঞ/৮০/২৩

ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি!

১০৬০ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে-চতুর্থ তলা (4-C)
দুইটা বেড রুম, দুইটা টয়লেট, একটা বারান্দা, ডাইনিং ও সিটিং রুম এবং রান্নাঘর, একটি গাড়ি পাকিং।
(লিফটের সুব্যবস্থা আছে)

যোগাযোগের ঠিকানা

৭০/১ মনিপুরীপাড়া (Western Garden) তেজগাঁও, ঢাকা।
যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি
01611-507068

বিজ্ঞ/৭৮/২৩

ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তির তীর্থযাত্রা শুভ উদ্বোধন

ব্রাদার রিপন গমেজ ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মরো, সিএসসি-পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি ফ্রান্সের ল্যামা শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার এ মহান যাজকের স্বর্গলাভের ১৫০তম বর্ষপূর্তির উদ্বোধন করা হয়। তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল ৪ টায়। শুরুতে ফাদার মরোর জীবনের উপর একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। এরপর সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স, সিএসসি, এলাকা সমন্বয়কারী এশিয়া, স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সংঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংঘে ও মণ্ডলীতে ফাদার মরোর অবদান এবং বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরপর, পবিত্র ক্রুশসংঘের তিনজন সদস্য ধন্য ফাদার মরোর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সহভাগিতা করেন। সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি "ধন্য ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যগুণ" এ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। "ধন্য ফাদার মরোর নেতৃত্ব"-এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি। শেষে ফাদার চার্লি সিএসসি "প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন ও প্রেরণ কাজ" এ বিষয় নিয়ে তাঁর অনুধ্যান সহভাগিতা করেন।

সহভাগিতার শেষে গির্জা প্রাঙ্গনে ধন্য ফাদার মরো'র প্রতিকৃতি উন্মোচন, মাল্যদান, বেলুন ও কবুতর উড়ানো এবং প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বালন করার মাধ্যমে বর্ষপূর্তির তীর্থযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ব্রাদার লরেন্স সুবল রোজারিও, সিএসসি, প্রদেশপাল, পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসংঘ, সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স সিএসসি, এলাকা সমন্বয়কারী, পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ এবং ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি, প্রদেশপাল, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রশ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশ দানকালে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মঙ্গলবাণীর আলোকে ধন্য ফাদার মরোর জীবন ও সেবাকাজের উপর সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে তীর্থযাত্রা শুরুর চিহ্ন হিসেবে তিন সংঘের তিনজন সংঘ প্রধানের হাতে প্রজ্বলিত ও আশীর্বাদিত প্রদীপ তুলে দেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এরপর প্রার্থনা কার্ড আশীর্বাদ করা হয়। ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি, প্রদেশপাল, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘ, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে বেদী সেবক সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাক প্রদান

রানা মিখায়েল সরদার পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ কর্তৃক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঐশতত্ত্ব প্রথম বর্ষের ১০ জন ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ান শুভ্র পোশাক ও বেদী সেবক সেবাদায়িত্ব এবং একজন অবলেট সেমিনারীয়ান বেদীসেবক সেবাদায়িত্ব পদ লাভ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে যাজকগণ, সিস্টারগণ, প্রার্থীদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪ টায় প্রার্থী, তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রার্থীদের মঙ্গল কামনায় আরাধনা করা হয়। এরপর কীর্তন সহযোগে প্রার্থীদের সেমিনারী মিলনায়তনে আনা হয় এবং সেখানে তাদের নিয়ে মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। মঙ্গলানুষ্ঠানের শুরুতে শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং সেমিনারী পরিবারে সকলকে স্বাগতম জানান। মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রার্থীদের রাখী বন্ধনী পরানো হয়। পরে সেমিনারী কর্তৃপক্ষ, উপস্থিত অন্যান্য

ফাদার, সিস্টার এবং প্রার্থীদের অভিভাবকরা তাদের মিষ্টি মুখ ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। রাতে খাওয়ার পর প্রার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে চ্যাপেলে বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রার্থীদের স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা করে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করা হয়। প্রার্থীগণ জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে আত্মনিবেদনের চিহ্ন হিসেবে বেদীর সম্মুখে প্রদীপ স্থাপন করেন। প্রধান পৌরহিত্যকারী আর্চবিশপ মহোদয় বাণী সহভাগীতায় বলেন যে, এটি একটি মহান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রার্থীগণ যিশুর পুণ্যবেদীতে যাজক ও উপযাজককে সাহায্য করবে। যাজকবরণ সংস্কার গ্রহণের একটি ধাপ হল বেদীসেবক পদ লাভ। যা একজন যাজকপ্রার্থীকে খ্রিস্টের বেদীর আরো কাছে নিয়ে যায় এবং প্রার্থীকে আহবান করে নিজের আহ্বান সম্পর্কে আরো সচেতন হতে এবং খ্রিস্টীয় আদর্শে নম্রতায় জীবন-যাপন করতে। একই খ্রিস্টযাগে যেহেতু প্রার্থীগণ শুভ্রপোশাক গ্রহণ করে তাই বিশপ মহোদয় এই শুভ্রপোশাকের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই শুভ্রপোশাক পরিধানের মধ্যদিয়ে একজন প্রার্থী স্বয়ং খ্রিস্টকে পরিধান করে। এই পোশাক যেমন শুভ্র ও পবিত্র তেমনি প্রার্থীকেও হয়ে উঠতে হয় জীবনাচারণে শুভ্র ও পবিত্র। আর্চবিশপ শুভ্রপোশাকের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু ব্রহ্মচারীদের কথাও উল্লেখ করেন যারা গেরুয়া পোশাক পরিধান করে অর্থ্যাৎ নিজেকে স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করে নিজের পরিচয় ও আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর সব কিছু ভুলে পৃথিবীতে মানুষের জন্য কাজ করেন। এ ধরণের আধ্যাত্মিকা আমাদের খ্রিস্টধর্মেও রয়েছে যাতে যখন আমরা এই শুভ্র পোশাক গ্রহণ করি আমরাও যেন নিজেকে ভুলে আত্ম-বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জীবনে প্রাধান্য দেয়। উপদেশের পর আর্চবিশপ প্রার্থীদের হাতে শুভ্র পোশাক ও বেদীসেবক পদ লাভের চিহ্নস্বরূপ পানপাত্র তুলে দেন। এরপর যথারীতি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে সেমিনারীর পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার পল গমেজ, আর্চবিশপ এবং প্রার্থীদের পিতামাতা ও প্রার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রার্থীদের পিতামাতার উদারতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানান প্রার্থীদের সাহসী ও উদার সাড়াদানের জন্য। খ্রিস্টযাগের পর শুভ্রপোশাক ও বেদীসেবক পদ লাভকারী ভাইয়েরা আর্চবিশপ, পরিচালক ও অন্যান্য ফাদার এবং তাদের পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করে। পরে সকাল ১০:৩০ মিনিটে শুভ্রপোশাক লাভকারী সেমিনারীয়ানদের শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মিলনায়তনে। অতপর ১২টা ৩০ মিনিটে দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে উক্তদিনের অনুষ্ঠান সমূহ শেষ হয়।

বেদী সেবক ও শুভ্র পোশাক লাভকারীরা হলেন অপূর্ব জেভিয়ার দাংগ, রোনাল্ড জন মাংসাং ও রুবিনায় আন্দ্রিয় হাদিমা (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ); রিপসন পল ক্রুশ ও রিকসন টমাস কস্তা (ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ); মার্টিন ত্রিপুরা (চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ); ইগ্নাশিউস নয়ন পালমা, পিতর হেমরম ও বিকাশ জুলিয়ান মারান্ডি ওএমআই (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ); সবুজ স্টেনিসলাউস চিরান ও শিমন গাড্ডী (সিলেট ধর্মপ্রদেশ)। তাদের জন্য প্রার্থনা করি, আগামী দিনগুলিতে তারা যেন ঈশ্বরের আহ্বানে দৃঢ় থেকে এই সেবাদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে পারে॥

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেরিল্যান্ডে একুশে উদ্‌যাপন

সুবীর কে পেরেরা ▯ অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্প স্তবক অর্পণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মেরিল্যান্ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং শহরের রোসকো আর নিক্স এলিমেটারি স্কুল অডিটোরিয়ামে ফুলেল শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, ইনক ও বাঙালি-আমেরিকান খ্রিস্টান এসোসিয়েশন যৌথভাবে একুশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অডিটোরিয়ামের অস্থায়ী শহীদ মিনারে উপস্থিত একলা পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীতের পর দুই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ডা. পেট্রিসিয়া শুক্লা গোমেজ ও ডমিনিক রেগো শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

মঞ্চে অনুষ্ঠান ঘোষণা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন দুই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পিউরিফিকেশন ও জনি জেমস গমেজ। সাংস্কৃতিক পর্বে স্থানীয় প্রবাসী শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য। অনেকে বাংলা ঠিক মত বলতে ও বুঝতে না পারলেও তাদের উপস্থাপনায় ছিল মাতৃভাষার প্রতি পরম দরদ ও শ্রদ্ধা। নৃত্য, গান, আবৃত্তি এবং ভাষার ইতিহাস তুলে ধরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে মহান একুশে। স্থানীয় শিল্পীদের দলীয় সংগীত, সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের রোজ মেরী মিতু রিবেরুর পরিচালনায় নৃত্য, মঞ্জুরি নৃত্যালয়ের শিল্পী গ্লোরিয়া রোজারিওর পরিচালনায় নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করেছে॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীর ৬ষ্ঠ আত্মিক উদ্দীপনা সভা-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ যীশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লী গৌরনদী'তে গত ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি, মিলনধর্মী মণ্ডলীতে "একসাথে পথ চলার আনন্দ" মূলসুরের আলোকে ৬ষ্ঠতম আত্মিক উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং সেবক-সেবিকাদের হাতে পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র ক্রুশ তুলে দেওয়ার মধ্যদিয়ে আত্মিক উদ্দীপনা সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর পরপরই সকলে ক্রুশের পথে অংশ গ্রহণ করি এবং ক্রুশের পথ শেষ হলে সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনদিন ব্যাপি এই আত্মিক উদ্দীপনা সভায়- গান, প্রার্থনা, মানতদান, ঐশবাণী শ্রবন, খ্রিস্টযাগ ও বক্তব্যের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিকভাবে পরিপুষ্ট করা হয়। এই আত্মিক উদ্দীপনাব সভায়- 'পরিবারে মিলন, অংশগ্রহণই আনন্দ' বিষয়ে সহভাগিতা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার বাবলু সরকার, 'বর্তমান বাস্তবতায় মণ্ডলীতে আহ্বান' বিষয়ে সহভাগিতা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার অনল টেরেন্স কস্তা সিএসসি, 'আত্মিক উদ্দীপনা সভার

গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিকতা' বিষয়ে সহভাগিতা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার লাজারুস গোমেজ, এবং মুলসুর- মিলনধর্মী মণ্ডলীতে "একসাথে পথ চলার আনন্দ" বিষয়ে সহভাগিতা করেন মহামান্য বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। সভার শেষ দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও সমাপনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন, খ্রিস্টযাগে তাকে সহযোগিতা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ, শ্রদ্ধেয় ফাদার বানার্ড সরকার, শ্রদ্ধেয় ফাদার পলাশ ক্লারেন্স হালদার এবং ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস। পরিশেষে সভাকমিটির আহ্বায়ক যোসেফ ঘরামী এবং সভাপতি শ্রদ্ধেয় ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আত্মিক উদ্দিপনা সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন॥

খ্রিস্টীয় আন্তঃমণ্ডলী শ্রীমঙ্গল-এর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা

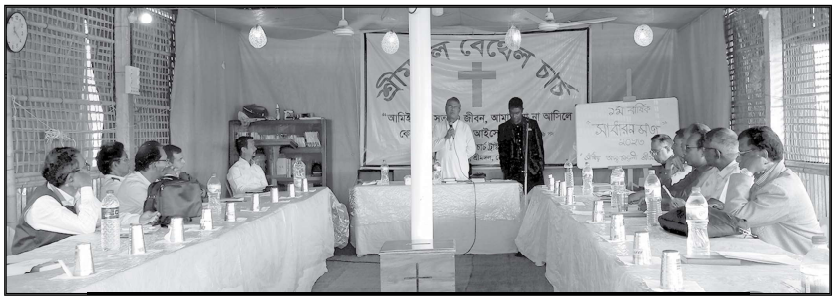

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার শ্রীমঙ্গল টিকরিয়া গ্রামের বিএমউ এর বেথেল চার্চে "খ্রিস্টীয় আন্তঃমণ্ডলী শ্রীমঙ্গল-এর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা -২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩০ জন বিভিন্ন চার্চের পুরোহিত, পাস্টর ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির সেক্রেটারি রেভা পাস্টর ম্যাথিও রয়। প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন রেভা পাস্টর জন ব্রাইট গাজী। সভাপতি মহোদয় লিখিত বক্তব্য রাখেন। তিনি অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র পাঠ করার জন্য রেভা পাস্টর জন ব্রাইট গাজী মহোদয়কে অনুরোধ করলে তিনি পাঠ করে শুনান। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। ৩ সদস্য বিশিষ্ট নমিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। তারা হলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি, রেভা পাস্টর ম্যাথিও রায় ও ফিলা পথমী। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নমিনেশন কমিটি ছোট একটি আলাদা সভায় বসে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন করেন। যারা মনোনিত হন, তারা হলেন সভাপতি - শ্রদ্ধেয় ফাদার জেমস শ্যামল গমেজ সিএসসি, (কাথলিক চার্চ) সিনিয়র সহ-সভাপতি - রেভা পাস্টর পাইরিন সুটিং (চার্চ অব গড), সহ সভাপতি - রেভা পাস্টর গুণধর রায়, (থালিতা কুমি চার্চ) সম্পাদক পাস্টর সকরিয় কর (প্রেসপ্রিটারিয়ান চার্চ), সহ-সম্পাদক - রেভা পাস্টর জন ব্রাইট গাজী (বিবিএসএফ চার্চ), কোষাধ্যক্ষ রনি ডমনিক সরকার, (কাথলিক চার্চ) , যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ শাকিল পামথেট (প্রেসবিটারিয়ান চার্চ)। অতঃপর শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর প্রাক্তন পাল পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনাদের বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, পত্রবিতান ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন আগামী ২৪ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা।

আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে। যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই "পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে অবশ্যই SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন

আমি শিউলী রিবেরু রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বোর্ণী ধর্মপল্লীর পারবোর্ণী গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার স্বামী স্বপন রোজারিও দীর্ঘদিন যাবত লিভার রোগে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি "ঢাকা গ্যাসট্রো লিবার হাসপাতালে" চিকিৎসারত আছেন। পরীক্ষার পর ডাক্তার জানিয়েছেন, তার লিভার সিরোসিস (লিভার ৫০ ভাগ) নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে লিভার প্রতিস্থাপন করতে হবে। পরিবারে আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ উপার্যনক্ষম ব্যক্তি নেই। আমার দু'টি সন্তানই ছোট। এ পর্যন্ত তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে। লিভার প্রতিস্থাপন ও ঔষধের জন্য এখনো অনেক টাকা প্রয়োজন।

আমার একার পক্ষে যতটুকু সামর্থ্য ছিল সর্বস্ব শেষ করে আজ আমি অপারক। এমতাবস্থায় আমি বিনীতভাবে আপনাদের নিকট আর্থিক সহযোগিতার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সন্মিলিত আর্থিক অনুদানে ও প্রার্থনায় আমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা
পাল-পুরোহিত
বোর্ণী ধর্মপল্লী

শিউলী রিবেরু, বিকাশ: ০১৩২০৪৩৯৩৭৩
মি. সুশীল রোজারিও, বিকাশ: ০১৭১৭৪৫৮৫৩৫
ভাইস-চেয়ারম্যান, পালকীয় পরিষদ

প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর
ষোড়শ মহা প্রয়ান দিবস পালন

প্রিয় খ্রিস্টভক্তগণ

খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে **আগামী ১৮ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার রমনা সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও-এর ষোড়শ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে।** আর্চবিশপের চিরশান্তি কামনা করে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।

এই বিশেষ দিনে অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে

পালকীয় পরিষদ, সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল এবং আর্চবিশপসহ
রমনা আর্চবিশপ ভবনের ফাদারগণ

অনুষ্ঠানসূচি

বিকাল ৪:৩০ মিনিট **জীবন সহভাগিতা**
৪:৪৫ মিনিট **প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন**
৫:০০ টা **পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং**
কবর আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

বিজ্ঞ/৭৫/২০২৩

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। -যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09
Regd. No. DA-33
❖ 12 - 18 March, 2023, ২৭ ফাল্গুন - ৪ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

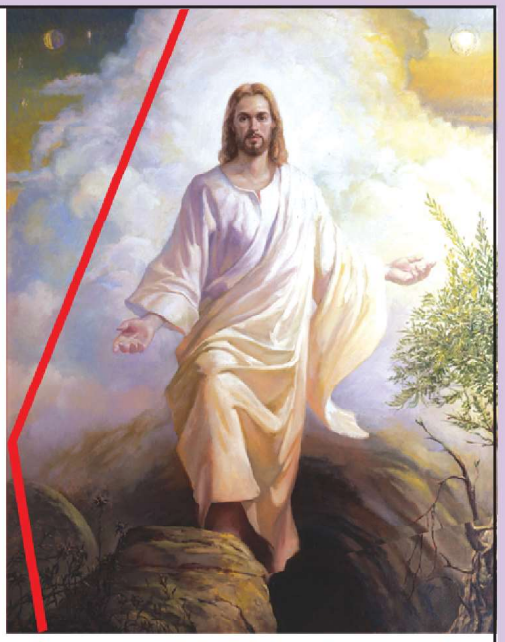

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা →	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org